

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবস খুবই বিশেষ, মন কি বাত অনুষ্ঠানে বার্তা প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : সশস্ত্র দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত- এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এই প্রজাতন্ত্র দিবস খুবই বিশেষ। এটি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৭৫-তম বার্ষিকী। এই বছর ভারতের সংবিধান বাস্তবায়নের ৭৫-বছর পূর্তি হল। আমি গণপরিষদের সেই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি প্রণাম জানাই, যারা আমাদের পবিত্র সংবিধান দিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, অপনারা অবশ্যই একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন, প্রতিবারই মাসের শেষ রবিবারে মন কি বাত হয়। কিন্তু এইবার, আমরা এক সপ্তাহ আগে, মাসের চতুর্থ রবিবারের পরিবর্তে তৃতীয় রবিবার মিলিত হয়েছি, কারণ পরের রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবস। আমি সকল দেশবাসীকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই।

নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধার করল পুলিশ

ক্যানিং , ১৯ জানুয়ারি : স্কুল থেকে বেশিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এক শিশুকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিল ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। শনিবার দুপুরে স্কুল ছুটি হলে আর বাড়ি ফেরেনি ক্যানিং থানার তালদি এলাকার বাসিন্দা বছর ৯-এর হাবিবুল্লা মোল্লা। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাাঁ না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত ওই শিশুর কোনও খোঁজ না পেয়ে তারা শনিবার রাতে ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানান। অভিযোগে পেয়েই ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে ও গভীর রাতে শিশুটিকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। পুলিশের এই তৎপরতায় মুগ্ধ ওই শিশুটির পরিবার।

দৃশ্যমানতা তলানিতে, কুয়াশার জেরে দিল্লিতে বিদ্বিত ট্রেন পরিষেবা



নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ ঠান্ডার সঙ্গে ঘন কুয়াশা। জোড়া ফলায় বিপর্যস্ত জাতীয় রাজধানীর জনজীবন। রবিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল দিল্লি। ফলে দিল্লির অনেক জায়গায় দৃশ্যমানতা তলানিতে ঠেকো ঘন কুয়াশার জেরে এদিন বিদ্বিত হয় ট্রেন পরিষেবা।দিল্লিতে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ব্যাহত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। এদিন অনেক ট্রেন দেরিতে চলেছে বলে জানা গেছে। রেল সূত্রে খবর, প্রায় ৪১টি ট্রেন দেরিতে চলছে।বিগত মাস থেকেই দেশের জাতীয় রাজধানীর বাতাসের গুণগতমান ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ধোঁয়াশা আচ্ছন্ন দিল্লি। রবিবারও তার বিশেষ ব্যতিক্রম নেই। এদিন সকালেও কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির একাধিক এলাকা। এদিন দিল্লির বাতাসকে খুব খারাপ পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। এদিন সকালে রাজধানীর কর্তব্যপথ, দিল্লি-নয়ডা ডিরেক্ট ফ্লাইওয়ে, অক্ষরধাম মন্দির-সহ একাধিক এলাকা ছিল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। দৃশ্যমানতা ছিল খুবই কম। যানিয়ে উগ্রপ্রকাশ করলেছেন দেশের জাতীয় রাজধানীর বাসিন্দারা।

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যপূরণে প্রতিটি ভারতীয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যিকঃরাষ্ট্রপতি

ভুবনেশ্বর, ১৯ ডিসেম্বর : বিকশিত ভারতের লক্ষ্যপূরণে প্রতিটি ভারতীয়ের সক্রিয় ও উৎসাহী অংশগ্রহণ আবশ্যিক। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সম্প্রতি গত শুক্রবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত ১৮-তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, আমাদের দেশ এখন ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র একটি সরকারি উদ্যোগ নয় এটি একটি জাতীয় মিশন যার জন্য বিদেশে



বসবাসকারীরা-সহ প্রত্যেক ভারতীয়ের সক্রিয় এবং উৎসাহী অংশগ্রহণ প্রয়োজন।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী

ছয় দফা দাবিতে উদয়পুরে গনতান্ত্রিক নারী সমিতির মিছিল ও সভা



নেত্রীরা বস্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের নারীরা আজ

আতঙ্কিত। তাদের নিরাপত্তা নেই। আইন শৃঙ্খলা বরলতে কিছুই নেই।

যৌথ কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলের:সর্বোচ্চ নেতা

পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে-সবাই তা দেখেছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবাদী ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেন তারা যদি সিরিয়ার ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা কেউ শত শত স্থপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অঘাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম দু'য়েক দিনেই সিরিয়ার ৭৫টি পর্যায়ে হামলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছেন আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃতারের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল

করে তাদের টাংক নিয়ে দানেক্সের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটি প্রতিবাদও তো করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে। তো, সিরিয়ার এই ঘটনায় কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্ঘটনার পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হজরত আযাতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়নাবিয়াহ-এলাকার জন্য কিছু সাহায্য ও ত্রাণ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ইহুদিবাদীরা সমস্ত স্থলপথ এবং বিমানপথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা এবং ইহুদিবাদীরা ওই সাহায্যগুলোকে ফ্লাইটের মাধ্যমেও আকাশপথে স্থানান্তর করতে দেয় নি।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৯ জানুয়ারিঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার আশ্বস্ত করে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছরে আপনাদের সরকারের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতে প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্ব জে ক্ষেত্রে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ ল্যভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ১৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলেছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং এটাই উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়ে, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে

উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে পারে। তাদের কোনো বিকল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জর্নাধীন এবং তারা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা আনবারা অবস্কাল ডিজিটাল যুগে রসেছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করছেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্কে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো

আবশ্যিকঃরাষ্ট্রপতি

মর্দারার সঙ্গে সারিবদ্ধ, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের জন্য একটি নেতৃস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, আমরা যেমন আমাদের প্রবাসী ভারতীয় পরিবারের কৃতিত্ব উদযাপন করি, আসুন আমরাও আশা ও সংকল্পের সঙ্গে ডিবাঘ্যতের দিকে তাকাই। একসাথে, আমরা একটি বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে পারি, এমন একটি দেশ যা বিশ্ব মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বিশ্বের জন্য আলোর বাতিঘর হয়ে থাকে।

মিছিল ও সভা

সারা রাজ্যে যুব সমাজ নেশায় আসক্ত। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার করার কথা বলা হলেও যুবকার নেশায় ডুবে গেছে। প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম উর্ধ্বমুখী। সরকারের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী থাকলেও শিক্ষক নেই। অফিসগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ নেই। শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। তাই রাজ্যে গনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সব অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রীরা।

যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকবে এবং কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করল কেন?সর্বোচ্চ নেতা

যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকবে এবং কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করল কেন?সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃপ্রতিরোধ ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য হলোঃযত বেশি ধাক্কা ততবেন, তত তারা শক্তিশালী হতো। যত বেশি অপরাধযুক্ত চালাবেন, তত বেশি উদ্যমী হবে। আপনি তাদের সাায্য যত বেশি লড়াই করবেন, তত বেশি তারা বিস্তৃত হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিরোধ ফ্রন্টের পরিধি গোটা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলকে আগের চেয়ে বেশি আন্টেপুঠে বেঁধে ফেলবে। এই পুরো অঞ্চলে প্রতিরোধ ফ্রন্ট আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।প্রতিরোধের অর্থ সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, তারা মনে মনে ভাবে, যখন প্রতিরোধ ফ্রন্ট

মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১১৮-তম পর্ব : নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি :মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১১৮-তম পর্বে নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি নির্বাচন কমিশনকেও ধন্যবাদ জানাই, যারা সময়ে সময়ে আমাদের ভোটিং প্রক্রিয়াকে আধুনিক করেছে এবং শক্তিশালী করেছে। নির্বাচন কমিশন প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, সৃষ্ট নির্বাচনের প্রতিষ্ঠতির জন্য নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানাই। আমি দেশবাসীকে বিপুল সংখ্যক ভোট দিতে এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার এবং এই প্রক্রিয়াটিকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানাই।

৫-৬ মাস আগে এসেছিল মুম্বইয়ে সইফকে হামলায় অভিযুক্ত বাংলাদেশি, জানালো পুলিশ

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি :অভিনেতা সইফ আলি খানকে হামলায় অভিযুক্ত একজন বাংলাদেশি, ৫-৬ মাস আগে সে বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। রবিবার সকলে এমনটাই জানিয়েছে মুম্বই পুলিশ। ডিসিপি জেন ৯ দীক্ষিত গোদাম বলেছেন, ১৬ জানুয়ারি ভোররাত ২টো নাগাদ অভিনেতা সইফ আলি খানকে তার বাসতবনে আক্রমণ করা হয়েছিল। একআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে ও একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নাম মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ (৬০)। ডাকাতির উদ্দেশ্যে অভিনেতার বাড়িতে ঢুকছিল। আমাদের সঙ্গেহ সে বাংলাদেশি।ডিসিপি জেন ৯ দীক্ষিত গোদাম আরও বলেছেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে অভিযুক্ত একজন বাংলাদেশি এবং বৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর সে নিজের নাম পরিবর্তন করে। সে নিজের বর্তমান নাম হিসেবে বিজয় দাস ব্যবহার করছিল। পাঁচ-ছয় মাস আগেই মুম্বই এসেছে। সে কিছুদিন মুম্বইতে ছিল। অভিযুক্তরা একটি হাউসকিপিং এজেন্সিতে কাজ করত।

কেজরিওয়ালকে হত্যার চক্রান্ত চলছে, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ অতিশীর



নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার চক্রান্ত চলছে, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পাটির নেত্রী অতিশী। তিনি বলিছেন, এটা স্পষ্ট যে অরবিন্দকেজরিওয়ালকে হত্যার জন্য অপরধী ও গুন্ডাদের পাঠানো হয়েছে। হামলার সঙ্গে জড়িত দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন রোহিত ত্যাগী, যিনি পরভেশ বর্মার সঙ্গে থাকেন এবং পরভেশ বর্মার হয়ে প্রচার করছেন। সেও একজন অপরধীরবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, রবিবার গত নতুন দিল্লি বিধানসভায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গাড়িতে হামলা চালায় বিজেপির গুণ্ডারা। সেই পাথর যদি কাউকে আঘাত করত, তাহলে তা মারাত্মক হতে পারত। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কে আক্রমণ করেছে? রাহুল গুপ্তে সানাকি নামে এক ব্যক্তিকে হামলা করতে দেখা গিয়েছে। এটা স্পষ্ট যে কেজরিওয়ালকে হত্যার জন্য গুন্ডা পাঠানো হয়েছে।

বিহার ও উত্তর প্রদেশের মানুষের প্রতি কেজরিওয়ালের আচরণ শুরু থেকেই ভালো নয়ঃঅশোক চৌধুরী



পাটনা, ১৯ জানুয়ারি : পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন বিহারের মন্ত্রী অশোক চৌধুরী। তাঁর কথায়, বিহার ও উত্তর প্রদেশের মানুষের প্রতি কেজরিওয়ালের আচরণ শুরু থেকেই ভালো ছিল না। গত শুক্রবার মন্ত্রী অশোক চৌধুরী বলেছেন, দিল্লির মানুষ সবশ্রমায় বিহার ও উত্তর প্রদেশের মানুষদের নিয়ে কড়া মন্তব্য করে, যা তুল। সমগ্র ভারতে, আমরা যে কোনও জায়গায় যেতে পারি, যে কোনও জায়গায় থাকতে পারি এবং যে কোনও জায়গায় কাজ করতে পারি।অশোক চৌধুরী আরও বলেছেন, আপনি যদি গত পাঁচ বছরের রেকর্ডের দিকে তাকান, তাহলে ভারতে বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ার বিহারের, অনেক আইএএস বিহারের এবং ডাক্তাররা বিহারের। অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিহার ও উত্তর প্রদেশের মানুষের হতাশায় ভুগছেন।

বিরোধীরা এখন বিভক্ত, এটাই সত্যঃডি রাজা

নয়াদিল্লি, ১৯জানুয়ারি : বিরোধীরা এখন বিভক্ত, এটাই সত্য। তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা। শুক্রবার ডি রাজা বলেছেন, এটি মানুষ জেনে গিয়েছে যে, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে এএপি নিজস্বভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, কংগ্রেস নিজে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, বাম দলগুলি যেখানেই লড়াই করতে সক্ষম সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং অন্যান্য দলগুলির মধ্যে কিছু দল এএপি-কে সমর্থন ঘোষণা করেছে।ডি রাজা আরও বলেছেন, এটা সত্য যে ইন্ডি জেটি বিভক্ত। যতদূর বাম দলগুলি উদ্বিগ্ন, পাটনায় অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠক থেকে আমরা রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করে চলেছি যে, আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য বিজেপিকে পরাজিত করা উচিত। আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দলগুলিকে সর্বস্তরে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু তা হয় না। তবে, বামরা কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দলগুলিকে একত্রিত করা যায়, যেখানে যেখানে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী, সম্মিলিত লড়াই করা যায় তা অনুসরণ করবে।

দুরন্ত বার্তা

জম্মুতে নাকা চেকিংয়ে মাদক-সহ দুই পাচারকারী গ্রেফতার

জম্মু, ১৯ জানুয়ারি :জম্মুর নেহরু মার্কেট পুলিশের তৎপরতায় প্রায় চেকিংয়ের সময় ৬০.৯২ গ্রাম হেরোইনের মতো নিষিদ্ধ পদার্থ উদ্ধার হয়েছে। ধরা পড়েছে দুই মাদক পাচারকারী।এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালে পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় একটি অস্টো গাড়ি আটকানো হয়। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মাদক। ধৃতরা হল - আদিল গুল এবং রইস, দু'জনই অসহন্যাগের বাসিন্দা। নেহরু মার্কেট পুলিশের নেতৃত্বে অভিযান চলে। পুরো ঘটনাটি পরিচালিত হয়েছে গান্ধীনগর থানার তত্ত্বাবধানে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এক পুলিশ আধিকারিক জানান , অভিযুক্তদের সঙ্গে আরও কান্না যুক্ত রয়েছে এবং মাদক আসছে কোথা থেকে, তা জানতে তদন্ত চলছে। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করার বার্তা দিয়েছে জম্মু পুলিশ।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিন বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতে র তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা বৃষ্টিপাতাচ্ছন্ন হলেও, লোয় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ ২১ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৮৫ শতাংশ। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৬টা ২২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

৬মাঘ ১৪৬১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ১৬ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৪ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাঘমাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সান্দ্য, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ ৪মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৬ মাঘ ১৯৪৬, মৈতেঃ১২ বাকটিং, আসামঃ২৬ পূহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।ঈসী১৯১৬দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬৫২১৯১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫৪০৭২৯।চান্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২৪০৬৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাাত্রি ০৫৪০৭২৯ঃ ৪২(১১)।শুক্র পক্ষ তিথিঃ ব্রোহ্মদ্বীপী (জ্য) শেষ রাাত্রি ৭:০৫ঃ ৮ঃ১১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তক্ষত্রঃ রেহীর্দী দুপুর ৭:০৫ঃ১৮ঃ১১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈত্তিল্যোগঃশুক্র দুপুর ৭:০০ঃ০৬ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১১২২ থেকে - ০৭ঃ০৪৪২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ৫৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩০ পর্যন্ত এবং রাাত্রি ০১ঃ০৬ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রঃযোগঃ রাাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০৮ঃ৩০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩০ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহঃফুট (সূর্য উদয় কালীনাঃ) রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৬ঃ৪২ (৫) ২ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদরহুঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃশ্চপতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ২ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকৈতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিঃস্বঃস্পতি বক্রিঃলঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫২ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৫ঃ৩৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৪৩ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত।কন্যা রাশি রাত্র ১ঃ ৫২ঃ৪৭ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত্র ৩ঃ৫৪ঃ১৫ পর্যন্ত।শেষ রাাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

এবার মৈপীঠের দেবীপুরে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে পড়লো রয়েল বেঙ্গল টাইগার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১৯ জানুয়ারিঃ নতুন বছরের প্রথম থেকেই বাঘের আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না সুন্দরবনের কুলতলি মৈপীঠ এলাকার মানুষের। আর এবার মৈপীঠে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে পড়লো সুন্দরবনের দক্ষিন রায়া। তবে কপাল গুনে বেঁচে গেলো এ গৃহস্থের পরিবার। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।

আর বন দফতরের উপদানীয়রা গ্রামে বার বার বাঘ ঢোকার অভিযোগ তুললো গ্রামবাসীরা। শনিবার রাতে গুডগুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুরের মধ্য গুডগুড়িয়া প্রজা ঘেরী এলাকায় জয়েজয় গিরি ও জনকি গিরি তাদের পরিবার নিয়ে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। এমন সময় বাড়ির বারাদায় বাসন পড়ে যাওয়ার আওয়াজে তাদের ঘুম ভেঙে যায়।আর তাঁর পরেই বাঘের গর্জন শুনতে পায় তারা। বাঘটি বাথরুমের দরজা আঁচড় দিয়ে মাটির বারান্দা আঁচড় দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। আর তাঁর পর থেকে সারা রাত আতঙ্কে কাটায় গোটা গ্রাম। রাতে খবর পেয়ে বন দফতরের টাইগার টিমের তিন জন সদস্য এসে বোমা ফাটিয়ে অগুনত জ্বালিয়ে গ্রামে পাহারা দেয়। এব্যাপারে ওই দায়িত্ব পূর্য অর্কণ গিরি ও গৃহবধূ দেবীকা গিরি বলেন, রাত তখন সাড়ে ৮টা হবে। আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছি। বাইরে হঠাৎ একটা আওয়াজ পেলাম। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, মেরেতে বাঘ আঁচড় কাটছে। কোন দিন এরকম ব্যর্থতা বাঘ বাড়িতে চলে আসবে কল্পনা করে উঠতে পারি নি। তাই খুব আতঙ্কে আতঙ্কিত আমরা। সম্প্রতি বারবার মৈপীঠের গ্রামে বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত সপ্তাহের রবিবার একটি বাঘকে খাঁচাবন্দি করে বন দফতর অন্যত্র ছেড়ে দেয়। কুলতলির কিশোরী মোহনপুর এলাকায় বাঘ ঢোকার খবর পেয়ে নজরদারি শুরু করেছিল বন দফতর। জঙ্গলের চারদিক জাল দিয়ে ঘেরা হয়ে ছিল। ফলে বাঘের গতিবিধি নির্দিষ্ট একটি

এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ঘেরা জায়গার মধ্যে পাতা হয় খাঁচা। টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল একটি ছাগলকে। খাবারের টানে সেই রবিবার রাতেই খাঁচায় ধরা দেয় বাঘ। এর পরও গুডগুড়িয়ার গড়েকচকে বাঘের পায়ের ‘টাকিকা’ ছাপ দেখা যায় বলে জানান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে সেখানেও জঙ্গল

সংলগ্ন এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেন বনকর্মীরা। পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে তাঁরা জানান, বাঘ জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। তাঁর পর আবার শনিবার রাতে একই আতঙ্ক ছড়াল গ্রামে। আর এবার বাঘ সরাসরি ঢুকে পড়লো গ্রামে গৃহস্থের বাড়িতে।রবিবার গ্রামে গিয়ে দেখাগেল,বন কর্মীরা এলাকায় আছে। তবে জাল দিয়ে এলাকা ঘেরা হয়নি। বন দফতর সূএে জানা গেল, বাঘটি এলাকায় নেই। তবে চিত্তুরী বন দফতরের অধীন এই এলাকায় বারবার বাঘ লোকালয়ে কি ভাবে চলে আসছে,এর জন্য বন দফতরের অপদার্থতাকে দায়ী করলো গ্রাম বাসীরা। তাদের মতে,বন দফতরের টিকমতন নজরদারির অভাবেবার বার বাঘ গ্রামে চলে আসছে। দীর্ঘ দিন সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। সেই সংগঠনের দঃ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিনুন মন্ডল রবিবার বলেন, রায়দীঘি রেঞ্জের চিত্তুরি বিট অফিসারের চরম ব্যর্থতায় দিনের পর দিন বাঘ লোকালয়ে চলে আসছে,বাঘকে লোকালয় থেকে জঙ্গলে ফেরাতে ব্যর্থ বন দপ্তরের চিত্তরি বিট অফিসতাই আমরা চাই অবিলম্বে চিত্তুরি বিট অফিসারের বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতির করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হোক এবং ওই জায়গায় সুদক্ষ অফিসার নিয়োগ করা হোক, যাতে আগামী দিনে বাঘের আতঙ্কে সুন্দরবনের মানুষকে আর থাকতে না হয়।

পূর্বস্থলী-১ ব্লকে লোকসংস্কৃতি উৎসব

প্রশ্নোন্জিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৯ জানুয়ারিঃ আজ রবিবার পূর্বস্থলী-১ ব্লকের লোকসংস্কৃতি উৎসব, কৃষি, অঞ্চলিক হস্তশিল্প, প্রাণিসম্পদ ও আদিবাসী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এদিন উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মেলার উন্মোক্তা তথা রাজ্যের মন্ত্রি স্বপন দেবনাথ, জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাস, জেলার জেলাসচিব অরোশা রানী এ, মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়ালা, বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, বিভিন্ন সংজয় সেনাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন



উদ্বোধনের আগে বিদ্যানগর মোড় থেকে মেলার মাঠ পর্যন্ত বন্যাৰ্ণ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে।

এদিন শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী অঙ্কিতা মল্লিক। এই মেলা লোকসংস্কৃতি ও হস্তশিল্প

প্রসার, কৃষি, প্রাণিসম্পদ বিকাশ সহ আদিবাসির সংস্কৃতিে চর্চার মিলনকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় তিনটি মাঠে পর্যায়ক্রমে সারাদিন ধরে নানা অনুষ্ঠান হবে। স্থানীয় ও বাইরের শিল্পীদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠান রয়েছে।

সমাপ্ত হলো তিনদিন ব্যাপি ষষ্ঠতম কোলকাতা ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ফ্লিম ফেস্টিভ্যাল

গোপাল বিশ্বাস, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ কোলকাতা শহর মানেই বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল, আর সেটা যদি হয় ফ্লিম ফেস্টিভ্যাল, তাহলে সেখানে বসে চাদের হাটা আর কোলকাতা মৌলীলী যুবকেন্দ্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো গত ১৭ই জানুয়ারি থেকে ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী অনুছবি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ষষ্ঠ তম কোলকাতা ইন্টারন্যাশেনাল মাইক্রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। পাশাপাশি বলই বাহুল্য ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মানেই চলচ্চিত্রের মেলা, যার মধ্যে থাকে একাগ্রতা, অধাবাধা, মনোসংযোগ, করে দেখানোর খিদে তথা সমাজ সচেতনতার বার্তাও। সব মিলিয়ে বহু মানুষের সমবেত ভাবে একটা নতুন কিছুর সৃষ্টি হয়, এই সৃষ্টি স্প্রেরই প্রতিচ্ছবি যা কখনো কলমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে তৈরি করে ছোটগল্প,উপন্যাস কিংবা ধারাবাহিক সিরিজ আবার কখনো লাইট,ক্যামেরা,আয়কশনকে সাথী করে তৈরি করে চলচ্চিত্র। কোলকাতা মাইক্রো ফ্লিম ফেস্টিভ্যাল এর যোয়ারপার্সন নীলাঞ্জন ভৌমিক বলেন ২০১৯ সালে সিনেপ্রেমী তিন বন্ধুর উৎসাহ তথা ইনডিভিজুয়াল ফিল্ম মেলা,কনটেন্ট রাইটারদের উৎসাহ দিতে সর্বোপরি একে অপরকে কাজকে দেখে আলোচনা ও সমালোচনা দুই কারে একটা ক্ষেত্র তৈরী করতে জন্ম দেয় অণুছবি চলচ্চিত্র উৎসবের। পরবর্তীতে তিনজন থেকে ধীরে ধীরে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। আর এবছর গত ১৭ ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে মৌলীলী যুবকেন্দ্রের প্রদর্শনশালায়। তিন আরও কনটান্ট রাইটারদের আগ্রহ মতিয়ে দেবেখিলো মৌলালি যুব কেন্দ্রের আঙিনা।

ছবি দেখানো হয়েছে মৌলালি যুব কেন্দ্রের স্বামী বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে। এছাড়াও অণু ছবি প্রযোজিত দশটি ছবির প্রিমিয়ারও হয়েছে এই দুদিন ব্যাপী, ১৯শে জানুয়ারি বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত হবেন সেরার সেরারা। থাকবেন চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। অনুছবি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের এ্যাসিসিটেন্ট সেক্রেটারি অগ্রিমীতা দাস জানান এবছর আমাদের আয়োজন অনেকটা বড় পরিবারে আয়োজিত হলো, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের মোট দেরশতাধিক গুণীজনদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন একটি ছোট ছবি প্রতিযোগিতায় দেখানো নয় বরং সৃষ্টির আনন্দতে যে বা যারা সবসময়ই ডুবে থাকেন,যাদের পিঠে একটা ছোট্ট আলাসের হাত রাখলে তারাও পৌঁছাবে অনেকদূর তাদের কর্মকাণ্ডকে স্বীকৃতি দিতেই এই মহোৎসব। পরিশেষে দর্শকদের ঝলমলে হাসি, সিনেপ্রেমী মানুষের উৎসাহ, বিশিষ্ট গুণীজন্দের উপস্থিতি,নতুন নতুন পরিচালক তথা কনটান্ট রাইটারদের আগ্রহ মতিয়ে দেবেখিলো মৌলালি যুব কেন্দ্রের আঙিনা।

লেনিনগড় জি ব্লকে খাল পাড় থেকে ফতেশাখাল সংস্কার যত তড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

নববারাকপুর, ১৯ জানুয়ারিঃ দুয়ারে সরকারের পাশাপাশি দুয়ারে সভাপতি। গত বছর থেকেই চালু হয়েছিল সাতসকালেই দুয়ারে পরিষেবায় ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। লক্ষ সাধামতো পরিষেবা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া। ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছে সাতসকালেই দুয়ারে পরিষেবায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

ইতিমধ্যেই বহু মানুষ উপকৃত ও হয়েছেন। রবিবারসীয় সকালে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বিলকান্দ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬৯,২৪০ এবং ২৪১ নং পার্টের লেনিনগড় এ এবং জি ব্লকের সংযোগস্থলে সাতসকালেই দুয়ারে পরিষেবায় হাজির ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী সহ উপপুরপ্রধান অঞ্জলি দেউরি,



পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন হালদার, মুকুন্দ রায়, বিধান অধিকারী সহ এক বাঁক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। গ্রামবাসীরা তাদের নানাবিধ সমস্যা, অভাব অভিযোগ অনুবিধার কথা তুলে ধরেন। কেউ বলেন বার্বাক ভাতা, লক্ষ্মীর ভাতার কথা আবার কেউ বা এলাকায় নর্দমা রাস্তায় সংস্কার। সভাপতি

রীতিমতো রেজিস্টারে নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে গ্রামবাসীদের অভিযোগ সমস্যার কথা শুনে এক ফোনে সাধামতো পরিষেবা সমাধানে আশ্বাস দিলেন। এদিন সকালে আচমকই ফেসবুক লাইভ দেখে দুয়ারে সভাপতির সামনে হাজির গ্রাম বাসীদের সমস্যার কথা বলতে

সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহারের দাবি করে ধনী অবস্থান শুরু করেছে জুনিয়র ডাক্তাররা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ শনিবার রাত থেকেই তাদের ওপরে থাকা সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহারের দাবি করে ধনী অবস্থান শুরু করেছে জুনিয়র ডাক্তাররা। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রছাত্রীরা পোস্টার প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে পড়েছে। শীতের রাতে ঠান্ডা মেরোর ওপর মোটা আসন পেতে কন্সল জড়িয়ে ধনীয় বসেছেন তারা। তবে ধনীয় রয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের ছোট একটি অংশ মাত্র। বাকি জুনিয়র থেকে সিনিয়র চিকিৎসক সকলেই কাজে রয়েছেন হাসপাতালে। তাই মেদিনীপুর হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে খামতি নেই। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা জানানেন- আমরা সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে এই ধারণা করছি। তবে কোন কর্মবিরতি করছি না। ইতিমধ্যেই সিআইডি তদন্ত রিপোর্ট

জমা দেওয়ার পর স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আরও একজনকেসাসপেন্ড করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই জুনিয়র ডাক্তার ৭ জন ও সিনিয়র ডাক্তার ৬ জন নিয়ে মোট ১৩ জন সাসপেন্ড হয়েছে এই কাণ্ডে। উপরি পাওনা হিসেবে সিআইডির পক্ষ থেকে অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। তারপর থেকেই প্রবল চাপে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের এই অংশের জুনিয়র থেকে সিনিয়র চিকিৎসকরা। এরপরেই জুনিয়র চিকিৎসকরা তাদের উপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়ে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের মাধ্যম দিয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল সহ বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে শনিবার রাতেই। এরপর রাত দশটা থেকে



সেই দাবিতে ধরনা অবস্থান শুরু করছেন তারা। মেদিনীপুর মেডিকেলের সামনে।রবিবার বেলা বারোটাতেও অনুরূপ চিত্র। পাকার ঠান্ডা মেরোর ওপর মোটা আসন বহিয়ে জন কুড়ি জুনিয়র ডাক্তার ধরনা অবস্থান করছেন। নিজেদের দাবী সম্বলিত পোস্টার প্ল্যাকার্ড

নিজেরা হাতে করে লিখে মায়েমধ্যে স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছে। আর তাদের উপর নজরদারি রেখে সামনেই রয়েছে সংবাদ মাধ্যম। সাথে দরজার বাইরে মোতায়েন রয়েছে পুলিশবাহিনী।আন্দোলনরত এই জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি- “এই কাণ্ডে জুনিয়র ডাক্তাররা

মিড ডে মিল খেয়ে আসার পরেই, অসুস্থ হয়ে ছাত্রীর আকস্মিক মৃত্যু

কালনা, ১৯ জানুয়ারিঃ ধাত্রীগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সাধনা বসাকের স্কুল থেকে মিড ডে মিল খেয়ে আসার পরেই, হঠাৎই অসুস্থ হয়ে আকস্মিক মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ জানতে কালনা মহকুমা হাসপিটালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হলেও, এদিন রবিবার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল। জানা গিয়েছে গতকাল ওই ছাত্রীর স্কুল থেকে মিড ডে মিল খেয়ে আসার পরই, স্কুলের মধ্যেই অসুস্থ বোধ করছিল, তাকে বাড়ি নিয়ে আসার পর সেখান থেকে কালনা হাসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলে, তাকে সেখান থেকে রেকার করে দেয়া হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটালে। আর সেখানে গিয়েই তার মৃত্যু হয় মৃত ওই ছাত্রীরা। মা এদিন রবিবার তিনি জানান সুস্থ স্বাভাবিক আমার মেয়ে ভুল চিকিৎসার কারণে মৃত্যু হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। আজ মৃতদেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপিটালে ময়নাতদন্ত হয়। ঘটনায় এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।



ভাইরাল উড়িয়া গান, ভাষা বিকৃতি অভিযোগ ঘিরে শুরু বিতর্ক, ভাষা বিকৃতির অভিযোগ উড়ালেন নির্মাতারা



দূরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৯ জানুয়ারিঃ ‘ছিঃ ছিঃ ছিঃ রে ননী!’, সোশ্যাল মিডিয়াতে সর্বত্র এখন এই গানটিই শোনা যাচ্ছে। এটাই নাকি ২০২৫ সালের প্রথম ভাইরাল গান। কেসবুক, ইউটিউবে রিল ভিডিওতে ব্যবহার হচ্ছে এই গান। ভাইরাল এই গানের আসল মানেটা কী জানেন? তারিখ খোঁজবার নিল আমাদের সংবাদ মাধ্যম।বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনও কিছু ভাইরাল হতে কয়েক সেকেন্ডও সময় লাগে না। কোনও একটা বিষয় যদি একবার মানুষের পছন্দ হয়, তাহলে সেটাই ছড়াতে থাকে। ঠিক যেমন এই গান। প্রত্যেক বছরেই এরকম কিছু না কিছু ভাইরাল হতেই থাকে সোশাল মিডিয়াতে। বিভিন্ন ছবি, পোস্ট, ভিডিওতে চারিদিকে শুধু এই গান নিয়েই চর্চা চলছে এখন। সম্পূর্ণ গানটি নয় শুধু এর একটি অংশই কেবল এখন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। ‘ছিঃ ছিঃ ছিঃ রে ননী’, এর আসলে একটি উড়িয়া গান। গানটি সোয়েছেন বিখ্যাত উড়িয়া সংগীত শিল্পী সত্য অধিকারী। ৬ বছর আগে রিলিজ হওয়া এই গানটিকে নিয়ে এখন দন্দারে মিম ভিডিও বানাচ্ছেন নেট নাগরিকরা। তবে গানের আসল মানেটা কিন্তু বুঝি কষ্টের। নেটিজেনরা কিছু না বুঝেই এই গান নিয়ে মিম বানাচ্ছেন। অনশেষে প্রকাশ্যে এল এই ভাইরাল গানের আসল মানে।গানটিকে বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, “তুই শুধু টাকা-পয়সা, সোনা-দানাই চিনলি, মানুষ চিনলি না। যার টাকা পয়সা আছে তার মন নাই, আজ আমার টাকা-পয়সা নেই বলে তুই আমাকে ছেড়ে দিলি। আমার মনকে দেখলি না ছিঃ ছিঃ ছিঃ রে ননী ছিঃ ছিঃ ছিঃ।উড়িয়ার সীমান্ত লাগোয়া মেদিনীপুরের মাটিতে এখন এই গানটা বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই গান মেদিনীপুরে ছড়িয়ে পড়ার আরেকটা কারণ হলো উড়িয়া এবং মেদিনীপুর পাশাপাশি সীমান্ত বিনিময় করে যার ফলে মেদিনীপুরের অনেক মানুষ উড়িয়া যাওয়ার যাতায়াত করে তেমন অনেক উড়িয়া মানুষ মেদিনীপুরে আছে কর্মসূত্রে সেই কারণেই এই গানটি এত বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো। সেই সাথে এই গান ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক, অনেকে বাংলা ভাষাকে বিকৃত করার অভিযোগ তুলেছেন। অবশ্য এর নির্মাতা সত্য অধিকারী সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে গানটি শুধুমাত্র একটি দুঃখজনক সংগীত হিসাবেই দাবি করেছেন।

সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধার

বনপর্পতি দে, চাঁপদানি হুগলি, ১৯ জানুয়ারিঃ চারদিন ধরে নির্খোঁজ। প্রতিবেশী থেকে বন্ধু-বান্ধব সকলের বাড়িতেই খোঁজাখুঁজি চলছিল। কারণ বাড়ির ছেলের খোঁজ মিলছিল না। এরপর রবিবার জুটমিলের ভিতরে অবস্থিত সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। গত ১৬ই জানুয়ারি নির্খোঁজ ছিল কে বি এম রোডের বাসিন্দা মহম্মদ মুক্তারের ছেলে মহম্মদ রেহানা। পুলিশ নির্খোঁজ ডায়রি হয়। টানা খোঁজাখুঁজি চলছিল। এরপর এ দিন তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় জুটমিলের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে। ব্রহ্মের খানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। স্থানীয় আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরুণ মিশ্র সহ প্রতিবেশীরা থানায় নিয়ে যায় নাবালকের বাবাকে। দেহ সনাক্ত করেন তিনি। কী ভাবে মৃত্যু জানতে দেহের ময়না তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্তির কথা শোনালেন শতাধিক মানুষ

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ ক্যান্সার মানেই জীবন শেষ হয়ে যাওয়া নয়। থ্যালাসেমিয়া মানেই মৃত্যুর প্রহর গোনা নয়। কীভাবে এই দুই সমস্যাকে জয় করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায়, সেখান থেকে শোনােন শতাধিক মানুষ। এরপর



কেউ রক্তের জটিল ক্যান্সারে আবার কেউ থ্যালাসেমিয়ার মতো জেনেটিক ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত। রোগের কথা শোনার পর অনেকেই বিচার আশা এরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের চিকিৎসাতেই তাঁরা আশার আলো দেখে শেষ পর্যন্ত ফিরেছেন সুস্থ জীবনে। এখন তাঁরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে সুস্থভাবে জীবন যাপন করছেন। এরা জীবনের রোগমুক্তির কথা শোনালেন এখনও যারা সম্পূর্ণ আরোগ্যের অপেক্ষায়, তাঁদের। সকলেই সমবেত হয়েছিলেন শনিবার কলকাতার মহাজিউ সদনে অনুষ্ঠিত উজ্জ্বল পেশেন্ট সার্কাইভার মিট ২০২৫ অনুষ্ঠানে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পবনিক গার্ডেল লীলা সেবা সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তারা জানান, ক্যান্সার বা থ্যালাসেমিয়ার থেকে আরোগ্যলাভ শুধু যে সম্ভব তাই নয়, এসব মারণ রোগের প্রলোপ থেকে বেরিয়ে আসার পর একেবারে স্বাভাবিক জীবনেও ফেরা যায়। কয়েক বছর ধরে উপযুক্ত চিকিৎসায় ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সারিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ড.সৌম্য ভট্টাচার্য। তাঁরই ডাকে সাড়া দিয়ে কয়েকশো থ্যালাসেমিয়া ও ক্যান্সারজরী এসেছিল হয়েছিল, তাদের প্রশিক্ষণ সহন্য হয়েছে, সামাজিক পহল ফাউন্ডেশন এর ডিরেক্টর তাপস বৈদ্য বলেন এমনই একটা মহতি উদ্যোগের সঙ্গে সাংলিল হতে পেয়ে আমরা গর্বিত, আমাদের প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যদি একটা হারিয়ে যাওয়া হস্তশিল্পে নতুন জীবন আসে। একাধিক মহিলা বলেন প্রশিক্ষণ দেবার আগে আমরা ভাবতে

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের শতাব্দী প্রাচীন হস্তশিল্পকে বাঁচাতে উদ্যোগ নিল হাওড়া ও হুগলির দুই সংগঠন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিষ্যখালা, হুগলি,১৯ জানুয়ারিঃ একটা সময় ছিল যখন প্রচন্ড ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে কাশ্মীরি মানুষরা বিশেষ ধরনের ঘাস দিয়ে কার্পেট তৈরি করে মেরেতে বিছিয়ে দিত, শুধুমাত্র কাশ্মীরের ডাল লুকে এলাকাতেই কয়েকশ হস্তশিল্পী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে প্লাস্টিক জাতীয় সামগ্রী সহ বিভিন্ন উপকরণের ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে এই পরিষেবা বান্ধব কার্পেট তৈরির কাজ, সেই হারিয়ে যাওয়া হস্তশিল্পকে আধুনিক রূপ দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিল হাওড়ার কদম নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, তাদের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন হুগলির সামাজিক সংস্থা পহল ফাউন্ডেশন। দীর্ঘ ১৮ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ চলে। মোট ১৫ জন মহিলাকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কাশ্মীরে অত্যন্ত ঠান্ডার মধ্যে এই প্রশিক্ষণ পর্ব চলে। প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় নানা রকম ঘর সাজানোর সামগ্রী, প্রশিক্ষণ নিতে আসা একাধিক মহিলা বলেন প্রশিক্ষণ দেবার আগে আমরা ভাবতে

পারিনি যে আমরা নিজের হাতে এসব জিনিস তৈরি করতে পারব, আমরা অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী আগামী দিনে আমরা আরও অনেক কিছু তৈরি করব, এবং আমাদের এর থেকে উপার্জন হবে, আয়োজক সংস্থা কদমের পক্ষ থেকে জানা গেছে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই পরিবেশ বান্ধব উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে মহিলাদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি, এবার আমরা কাশ্মীরি ওয়াগ ঘাস থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি , উৎপাদনের পর মহিলাদের তৈরি সামগ্রী বিপননেরও ব্যবস্থা করা হবে, প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সামাজিক পহল ফাউন্ডেশন এর প্রশিক্ষকদের ডাকা হয়েছিল, তাদের প্রশিক্ষণ সহন্য হয়েছে, সামাজিক পহল ফাউন্ডেশন এর ডিরেক্টর তাপস বৈদ্য বলেন এমনই একটা মহতি উদ্যোগের সঙ্গে সাংলিল হতে পেয়ে আমরা গর্বিত, আমাদের প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যদি একটা হারিয়ে যাওয়া হস্তশিল্পে পুনরুজ্জীবিত হয়, এবং মহিলারা স্বনির্ভর হয় এর থেকে বড় পাওয়া কিছু নেই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৫১ সংখ্যা, সোমবার ৬ মাস, ১৪৩১

রবীন্দ্র সঙ্গীতে সায়গল

‘রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দিও’। পঙ্কজ মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখে আত্মহারা কুন্দনলাল সায়গল। ছবির জন্য পাল্টানো হয়েছিল গানের বাণীও। ‘আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান’, এই গানটির যে দিন রেকর্ডিং হয়ে, তার আগের দিন গায়ক কুন্দনলাল সায়গলকে ট্রেনিং দিচ্ছিলেন পঙ্কজ মল্লিকের সহকারী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ‘জীবন মরণ’ (১৯৩৯) ছবিতে নায়ক হিসেবে এই গান গেয়েছিলেন সায়গল। সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিক, যাঁর অসামান্য শিক্ষাগুণে রবীন্দ্রসঙ্গীত তখন ঝড় তুলেছে নায়কের মনে। ট্রেনিং-এর সময়ে হরিপদবাবু ওরফে ‘মোটাটা’ যত বার সায়গলকে বলছেন গাইতে, ‘আমি তোমায় যত...’ তত বারই তিনি গাইছেন, ‘আমি আমায় যত’। কয়েক বার এমন হওয়ায় হরিপদবাবু এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সায়গলের পাঁচটা প্রশ্ন, ‘মোটাটা, ‘আমি তোমায় যত’-র ‘তুমি’-টা কে?’ হরিপদবাবু বললেন, ‘পূজা পর্যায়ের ‘তুমি’ ভগবান।’ সায়গলের বক্তব্য, ‘মোটাটা, এই তুমি তো সবার মध्येই আছে। আমি তো ভুল করিনি, যো কুহ হ্যায় সব তু হি হ্যায়।’ অবশুালি, প্রথাগত শিক্ষার বাইরে থাকা এক মানুষের এমন গভীর অনুভূতির প্রকাশ দেখে চমকে গিয়েছিলেন সূঁড়িয়ারের সবাই। রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার জন্যে ছটফট করতেন সায়গল। বলতেন, ‘তোমরা দেখো, উচ্চারণ ও এক্সপ্রেশনে আমি কোনও অবিচার করব না। তোমরা শুণ্ড আমায় রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে দিও।’ ‘আমি তোমায় যত’ গানটি কয়েক বার টেক করতে হয়েছিল রেকর্ডিং-এর সময়। গানের মধ্যে থাকা ‘উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর কূলে...’ অংশটি গাইতে গেলেই কৈঁদে ফেলছিলেন সায়গল। অন্তরে এই ভাবে গেঁথে যাওয়া গান ‘জীবন মরণ’ ছবিতে তার কণ্ঠে কোন অনুভূতির সুরে পৌঁছেছিল, তার প্রমাণ আজও রয়েছে রেকর্ডে। এর বেশ কিছু দিন আগে থেকেই পঙ্কজ মল্লিক সায়গলকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত করেছিলেন। তাই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পেরে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন কুন্দনলাল। কিন্তু, ‘আমি তোমায় যত...’ গান নিয়ে হটাৎই একটা ঘটকা জাগল ‘জীবন মরণ’-এর পরিচালক নীতীন বসু ও সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিকের মনে। ছবিতে সায়গল এক বিরহের স্টিয়েশনে গানটি গাইবেন নারীকালী লীলা দেশাইয়ের উদ্দেশে। কিন্তু গানে এক জয়গায় আছে ‘সেই কথাটি, পড়বে তোমার মনে...’ ‘কবি’ শব্দটি তো বোমানীয় হয়ে যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে। অথচ রবীন্দ্র-বাণী পাট্টানোর কোনও প্রশ্নই নেই। সায়গল শুণ্ড মনপ্রাণ দিয়ে গানটি যে গেয়েছেন তা-ই নয়, রেকর্ডিং হয়ে গিয়ে মাথায় এল, যদি ‘কবি’-র জয়গায় ‘জানি’ বলা যায়, তা হলে শিউরেশন, চরিত্র, কাহিনি; সব কিছুর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু রবীন্দ্র-শব্দ বদলাবে কার সাধ্য! অণ্ডপের গানের রেকর্ড নিয়ে পঙ্কজ মল্লিক গেলেন জোড়াসাঁকোতে। কবি তখন সেখানে। আজিঁ শুনলেন। রেকর্ডও, সম্মত হয়েলেন। রবীন্দ্রনাথ শুণ্ড বললেন, ছবিতে ‘জানি’ বলা যেতে পারে, তবে রেকর্ডে যেন ‘কবি’ শব্দটিই থাকে। সেটাি আছে। ‘জীবন মরণ’-তে সায়গল-গেয়েছেন ‘সেই কথাটি জানি...’ ও ‘সেই কথাটি কবি...’।

মোহনবাগান-চুনী গোস্বামী

জন্ম ১৫ই জানুয়ারি ১৯৩৮। দেশপ্রিয় পার্কে ফুটবল খেলার সময় চোখে পড়েন মোহনবাগান ক্লাবের বলাইশাল চট্টোপাধ্যায়ের। মাত্র আট বছর বয়সে গুরু বলাইশাল চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে মোহনবাগানে প্রবেশ করেন। তখন থেকেই খেলতেন মোহনবাগানের জুনিয়র দলে। পাওয়ার লিগ, ট্রেডস কাপ, বয়সভিত্তিক নানান প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের হয়ে অংশ নিতেন তিনি। ১৯৫৪ সালে প্রথম মোহেনবাগানের সিনিয়র দলে খেলার সুযোগ পান। পরের বছর মুম্বাইয়ে প্রথমবার রোডস কাপ জিতে। এই বছরেই সুযোগ পান বাংলায় সন্তোষ ট্রফি দলেও। ১৯৫৬ সালে মোহন মোহনবাগান দলের প্রথম বিদেশ সফরে (দূর প্রাচ্যে) তিনি ছিলেন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তখনও তিনি কলেজ ছাত্র।১৯৫৭ সালে তাঁর অধিনায়কত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষে আন্তঃভাষ মুখার্জি শিল্প জয় করে। ১৯৫৮ সালটি তাঁর জীবনে বেশ ঘটনাবলী। এ বছর টেকিও এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ফুটবলের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দলেরও অধিনায়ক নির্বাচিত হন। ভোটার্স ক্লাব এ বছর তাঁকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত করে। ১৯৬০ সালে মোহন বাগানেের ফুটবল দলের অধিনায়কের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। টানা পাঁচ বছর মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন চুনী গোস্বামী। সেই বছর রোমে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসের আসরে ভারতীয় ফুটবল দলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।১৯৬১ সালে মোহনবাগানের পূর্ব আফ্রিকা সফরে অধিনায়ক হিসাবে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তবে তাঁর ফুটবলার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব অধিনায়ক হিসাবে ১৯৬২ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ফুটবলে সোনা জয়। যাটের দশকে তাঁর অধিনায়কত্বের সময়টা ছিল মোহনবাগানের ফুটবলের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। এই সময় মোহনবাগান টানা চারবার কলকাতা লিগ জিতেছে। হ্যাট্রিক করছে ডুরান্ডে। প্যাটিনার জুবিলির অনুষ্ঠান হয়েছে ক্লাবে। স্থান পরিবর্তন করে বর্তমান ঠিকাতে এসেছে মোহনবাগান ক্লাব তাঁর অধিনায়কত্বে মারডেকার সিলভার মেডেল জিতেছে ভারত, ১৯৬৪ সালে রানার্স হয়েছে এশিয়া কাপে। ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক ‘অর্জুন’ পুরস্কারে সম্মানিত হন। যাটের দশকের শেষদিক থেকে ফুটবলে পাশাপাশি সমানতালে ক্রিকেটও খেলেছেন তিনি। রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার অধিনায়ক হয়েছেন। সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে বোলিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। ১৯৬৭ সালে জীবনের শেষ বড় ম্যাচে গোল করে মোহনবাগানকে জিতিয়েছিলেন চুনী গোস্বামী।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন দেশকে সঠিক পথে গঠন করতে গেলে শিক্ষা দরকার। শিক্ষা থেকে জ্ঞান অর্জন করা দরকার। বিশ্ব সম্পর্কে

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ধর্ম মানুষকে সঠিক পথ বলে দেয়। মানুষের পথকে খুঁজে বের করতে উৎসাহ দেয়। যে ধর্ম তা করে না কেবল মাত্র মানুষকে কষ্ট দিতে শেখে সেটা কোনও কালেই ধর্ম হতে পারে না। পূজা করাটা ধর্ম পালন করা নয়। আত্মিক করাটা ধর্ম করা নয়। মন্ত্র উচ্চারণ করাটা ধর্ম নয়। ধর্ম হচ্ছে মানুষের মতো

সিন্ধু সভ্যতার আগে থেকেই ভারত-ভূমি তৈরি হওয়ার স্থাপিত হওয়ার এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল তা আভাষ বহু পুঁথি থেকে পাওয়া যায়

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রাচীনকালে উত্তরে হিমালয় পর্বত ও দক্ষিণে সমুদ্রের মধ্যে আবদ্ধ যে দেশ, সেটাকেই ভারতবর্ষ বলা হত। বিশ্বপুরাণে পাওয়া যায়- ‘উত্তরং যং সমুদ্রস্য, হিমাদেশেষ্টব দক্ষিণম্, বর্ষং তদ্ভারতং’ নাম. ভারতী যত্র সম্ভূতিঃ।’ অর্থাৎ যে দেশ সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে তার নাম হল ভারত, সেখানে ভরতের সন্তানরা বাস করেন। এই ভরত কে ছিলেন? বিশ্বপুরাণে ভরতকে মনুর বংশধর বলা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে পরাশর যা কিছু জানিয়েছিলেন, সেটার বঙ্গানুবাদ করলে নিম্নরূপ হয়; পৃথিবীর প্রথম পুরুষ হলেন মনু (কোরণ ও বাইবেলের আদম)। তিনি ছিলেন স্বয়ম্ভু। তাঁর দুই পুত্র ছিলেন প্রিয়রত ও উত্তানপাদ। প্রিয়রত বিবাহ করেছিলেন কর্মদরাজভূহিতা কাম্যা বা কন্যাকে। কালক্রমে কাম্যা দুই কন্যা ও দশ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। কন্যারা ছিলেন স্মৃতি ও কৃষ্ণি; পুত্ররা ছিলেন অগ্নিধর, অগ্নিবাছ, বপুস্মৎ (বা বপুমান), দ্যুতিমৎ (বা দ্যুতিমান), মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবল, পুত্র, জ্যোতিস্মৎ (বা জ্যোতিস্মান)। পুত্রদের মধ্যে তিনজন; মেধা, পুত্র ও অগ্নিবাছ ধর্মজীবনকে আশ্রয় করবার পরে প্রিয়রত পৃথিবীকে সাতটি দ্বীপে বিভক্ত করে তাঁর অবশিষ্ট পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। এরফলে অগ্নিধর পেয়েছিলেন জম্বুদ্বীপ, মেধাতিথি ধক্ষদ্বীপ, বপুস্ম্যৎ শাস্মালীদ্বীপ, জ্যোতিস্মৎ কুশদ্বীপ, দ্যুতিমৎ ক্লোঞ্চদ্বীপ, ভব্য শকদ্বীপ ও সবল পঙ্করদ্বীপ। এই অগ্নিধরের পৌত্র হলেন ভরত। অগ্নিধর তাঁর নয়পুত্রের মধ্যে জম্বুদ্বীপকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এর প্রথম পঙ্করদ্বীপ। এই অগ্নিধরের অন্তর্গত এই হিমের অংশই হল ভারতবর্ষ, যেখানে ভরতের সন্তানসন্ততিরা বাস করেন।

অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের পুরাণ-রচয়িতারা জম্বুদ্বীপকে সাতটি দ্বীপের প্রধান দ্বীপ এবং থায় কেন্দ্রীয় দ্বীপরূপে চিত্রা করে ছিলেন। রামায়ণ মহাকাব্য অনুযায়ী জম্বুদ্বীপের উত্তরে রয়েছে ব্রহ্মলোক, দক্ষিণে পিতৃলোক, পূর্বে দেবলোক এবং পশ্চিমে বরুণলোক। এছাড়া তখন জম্বুদ্বীপ থেকে ব্রহ্মলোকের দিকে পরপর যে ছ’টি পর্বতের কল্পনা করা হয়েছিল, সেগুলি ছিল হিমালয়, সুদর্শন, কৈলাস, ত্রৈলোক্য, মৈনাক আর সোমগিরি। এই সুদর্শন ও ক্লোঞ্চের মাঝে তখন একটা বিস্তীর্ণ জলহীন অঞ্চলের কথা এবং মৈনাক আর সোমগিরির মাঝে উত্তরকুরুবর অবস্থানের কথা বলা হয়েছিল।

বিভিন্ন প্রাচীন পুরাণে উত্তরকুরুকে জম্বুদ্বীপের উত্তরতম অঞ্চলরূপে কল্পনা করা হয়েছিল। আর জানানো হয়েছিল যে, জম্বুদ্বীপ থেকে পিতৃলোকের দিকে পরপর ছ’টি পাহাড় রয়েছে; যথা; পুষ্পিতক, সূর্যনভ, বৈদ্যুত, কুঞ্জর, ভগবতী ও ঋষভগিরি। এগুলির মধ্যে শেষেরটিকে বলা হয়েছিল বাসুকির শেষেরটিকে বলা হয়েছিল বাসুকির আলয়। আর জম্বুদ্বীপের পশ্চিমতম প্রান্তে অবস্থিত একটি পাহাড়ের কথা বলা হয়েছিল, যেটির নাম রাখা হয়েছিল অস্তাচল। জম্বুদ্বীপের পূর্বদিকে ছিল উদয়গিরি; আর তার আগে ছিল কুটশাল্লী, যেখানে বৈনতেয়র বাস ছিল। তাছাড়া জম্বুদ্বীপের পূর্বদিকে থাকা কয়েকটি সমুদ্রের কথাও রামায়ণে পাওয়া যায়, যেগুলিকে বলা হয়েছিল,লবণ, রক্ত, দুধ ও বিষজ জলের সমুদ্র। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, এই লবণসমুদ্রই হল বর্তমানের বঙ্গোপসাগর। অতএব অন্যান্য সমুদ্রগুলোও তখন ভারতবর্ষের পূর্বদিকেই অবস্থিত ছিল। বাস্কীকি রামায়ণের মানচিত্রে মেরুপর্বতকে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে জম্বু দ্বীপের পশ্চিমদিকে দেখানো হয়েছিল। অন্যদিকে মহাভারতেও মেরুপর্বতকে জম্বুদ্বীপের পশ্চিমে বলেই কল্পনা করা হয়েছিল। তবে এবিষয়ে উভয় মহাকাব্যের মধ্যে পার্থক্য হল যে, রামায়ণে জম্বুদ্বীপকে পৃথিবীর কেন্দ্রে বসানো হয়েছিল, আর সেখানে মহাভারতে পৃথিবীর কেন্দ্রে মেরুপর্বতকে বসানো হয়েছিল। তবে মহাভারতের মানচিত্রেও উত্তরকুরুকে জম্বুদ্বীপের উত্তরে, আর মেরু ও জম্বুদ্বীপ;এই উভয়ের দক্ষিণে হরিবর্ষ, হেমকূট বা কৈলাস ও হিমবৎসর্ষ দেখানো হয়েছিল, যাদের নীচে যথাক্রমে হিমালয় ও ভারতবর্ষ রয়েছে। এছাড়া মহাভারতে জানানো হয়েছিল যে, মেরুর উত্তরতম প্রান্তে রয়েছে দূরসাগর আর দক্ষিণতম প্রান্তে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের নীচেই রয়েছে লবণসাগর। এখন প্রশ্ন হল যে, প্রাচীন পুরাণে ‘হিমা’ বলতে যে অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছিল, সেটা কি তাহলে মহাভারতে বর্ণিত হেমকূট, হিমবৎসর্ষ ও হিমালয় অঞ্চলই ছিল? যদি সেটাি হয় তাহলে বলতে হয় যে, রামায়ণের কাল থেকে মহাভারতের সময় হয়ে পুরাণের কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ এই অভিমুখির একটি বিবর্তন অব্যাহত ঘটেছিল। রামায়ণে জম্বুদ্বীপের প্রধান মহাভারতে অপসৃত হয়ে গিয়েছিল, আর পুরাণের দৃষ্টিকোণ জম্বুদ্বীপকে ছাড়িয়ে গিয়ে সমুদ্র ও হিমালয়ের মাঝখানে থাকা ভারতবর্ষের উপরে পড়েছিল। এর ফলে কোনা কিছু ঝাপসা না রেখে প্রাচীন পুরাণে সমস্ত পৃথিবীকে

সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্রের মধ্যে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল। এই সাতটি দ্বীপ ছিল;জম্বুদ্বীপ (উত্তর থেকে দক্ষিণে এশিয়ার মূল ভূভাগ), পঙ্করদ্বীপ (এশিয়ার পূর্বাঞ্চল), শকদ্বীপ (এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল), ত্রৌঞ্চদ্বীপ (ইউরোপের মূলভূখণ্ড), ধক্ষদ্বীপ



(ইউরোপের দক্ষিণ ও আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল), কুশদ্বীপ (পশ্চিম এশিয়ার আরবঞ্চল) ও শাস্মলী দ্বীপ (আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল)। যাইহোক, মোটকথা হল যে, পুরাণের যুগে পৌঁছেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা শেষপর্যন্ত যাবতীয় অস্পষ্টতা ও রূপকের অভ্রাল থেকে বেরিয়ে এসে ভৌগোলিক অর্থে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কোন প্রাচীন পুরাণেই কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, পৃথিবীর স্থলভাগ জলভাগকে বেঠন করে রয়েছে; বরং প্রাচীন পুরাণ এই ধারণাই দিয়েছিল যে, সাতটি সমুদ্র সাতটি দ্বীপকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ও সেগুলিকে ঘিরে রয়েছে।

এখানে যেকথা মনে রাখবার দরকার রয়েছে, সেটা হল যে, জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে পুরাণে যে ধারণা, অর্থাৎ;জম্বুদ্বীপ হল উত্তর থেকে দক্ষিণে এশিয়ার মধ্যাঞ্চল, এটা পরিসরিকরের প্রাচীন ধারণার সঙ্গেও কিছুটা হলেও মিলে যায়। আসলে প্রাচীন ভারতবর্ষে তৎকালীন পৃথিবীর যে অঞ্চলে মানুষের বসতি ছিল বলে মনে করতেন, সেই অঞ্চলকেই জম্বুদ্বীপ নাম দিয়েছিলেন। আর প্রাচীন পারসিকরা সেই অঞ্চলটিকে বলতেন ‘Khon neret Bami’; পূর্বে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত এশিয়ার প্রসারিত মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল যার অন্তর্গত ছিল। অন্যদিকে জৈন্দ-আবেস্তা

KhonneretzéóéBami—র প্রায় কেন্দ্রস্থান। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, প্রাচীন পারসিকরা, চীনারা এবং মহাভারত ও পুরাণের যুগের ভারতীয় আরাণ্য ভারতবর্ষকে পামীর গ্রন্থিস্থ অক্ষাংশ স্থাপন করেছিলেন। তবে মহাভারতের চেতনায় ভারতবর্ষ অনেক বড়। সেখানে বলা হয়েছে যে, যুধিষ্ঠির জম্বুদ্বীপের রাজা বলেই দেখা যায়। এথেকে বোঝা যায় যে, তখন যত দিন এগোচ্ছিল, ততই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর্থদের ধারণা আরও স্পষ্ট হচ্ছিল। এর আগে একেবারে আদিযুগে, অর্থাৎ; বেদের যুগের প্রথমদিকে পৃথিবীকে চারটি দ্বীপে বিভক্ত করা হয়েছিল; যথা; জম্বু, উত্তরকুরু, কেতুমাল্য ও ভদ্রাশ্ব। তবে মেরু বা মহামেরু; যা পরবর্তীযুগে পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষের চিত্তধারায় প্রাধান্য পেয়েছিল, ঋষদেব কিন্তু এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যুগেই এর প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ত্রৌঞ্চ ও মৈনাক পাহাড়ও এসময় থেকেই বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হতে শুরু করেছিল। অনুরূপভাবে ঋগ্বেদে উত্তরকুরুব কোন বর্ণনা পাওয়া না গেলেও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কিন্তু স্পষ্ট করেই বলা আছে যে, হিমবন্তের ওপারে উত্তরকুরু রয়েছে। এভাবেই বেদের যুগ থেকে ভারতীয় আর্থদের ভৌগোলিক জ্ঞান ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল, আর সেই জ্ঞান শেষ পর্যন্ত পুরাণের যুগে পরিণতি লাভ করেছিল। অথচ পুরাণের ভৌগোলিক জ্ঞানের যে বনিয়াদ, সেটা কিন্তু মেরুর যুগ থেকে শুরু করে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ পর্যন্ত সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যে লুকিয়ে রয়েছে বলে দেখা যায়। বেদ মোটামুটিভাবে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক চিত্রার কাঠামোটি দিয়েছিল। আর তারপরে এর উপরেই রামায়ণ -মহাভারত ও যাবতীয় পুরাণ নিজেরদের ধারণা স্থাপন করেছিল। একধার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, সমস্ত পৃথিবীকে কয়েকটি দ্বীপে বিভক্ত করবার ধারণাটি কিন্তু বেদিক সাহিত্য থেকেই এসেছিল, আর এই ধারণার মধ্যেই তখন প্রাচীন আর্থদের ভৌগোলিক জ্ঞানের উৎকর্ষ নিহিত ছিল, যা সমকালীন পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের মধ্যে সচরাচর চোখে পড়ে না। পৃথিবীর স্থলভাগ জলভাগের দ্বারা বস্তুিত;এই ঘটনাটিই সত্যি, আর্থরা একথা জানাত ও বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের মধ্যে দ্বীপের চেতনা

বাংলার সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শঙ্করলাল কর্মকার

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হিন্দি গান গাওয়া নিয়ে একটি মজার ঘটনা খুব পরিচিত। একবার তিনি হিন্দি ছবির জন্য একটি গান রেকর্ড করার আগে তার উচ্চারণ এবং সুর নিয়ে খুব মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু হিন্দি শঙ্করলাল কর্মকার তার মাতৃভাষা না হওয়ায়, কখনো কখনো তিনি শব্দের সঠিক অর্থ না বুঝে গান গাইতেন। একবার রেকর্ডিংয়ের সময় তিনি একটি লাইন গাইলেন, কিন্তু তা সঠিক উচ্চারণে না হওয়ায় গানের অর্থ পুরো পাণ্টে গেল। প্রযোজক বিষয়টি বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বললেন, হেমন্তদা, এই লাইন শুনে শ্রোতাদের ভাববে, আপনি অন্য কোনো ভাষায় গান করলেন! হেমন্ত তখন ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, শ্রোতার সুর শুনেত চায়, ভাষা নয়। তাও আমি ঠিক করে নিচ্ছি। এই কথা শুনে সবাই মজা পেল এবং তার সুরের প্রতি ভালোবাসার জন্য তাকে আরও সম্মান করল। তোমার গলা তো সেকেন্ড ক্লাস একবার একজন নতুন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নিজের গান শুনিয়ে বরলেন, হেমন্তদা, আমার গলা কেনন? হেমন্ত মজা করে বললেন, তোমার গলা তো সেকেন্ড ক্লাস। তবে তুমি যদি হাস দিয়ে গান গাও, শ্রোতাদের কাছে তা ফার্স্ট ক্লাস হয়ে যাবে। এই কথার মজার দিক ছিল যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গানকে কেবল গলার ওপর নির্ভরশীল মনে করতেননা, বরং হৃদয় এবং সুরের

শিক্ষণকে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

শিক্ষণীয় দিকঃ এই গল্পগুলো থেকে বোঝা যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন সুরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এবং অত্যন্ত রসিক একজন মানুষ। তিনি জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করতেন এবং সব সময় তার কাজের প্রতি বিনম্র থাকতেন।

বাংলা গানের দিকপাল ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি হিন্দি গানও গেয়েছেন। কিন্তু সেই সব গান কোনও রকমভাবে র্যালেলোগ্লা গান বলা যায় না। আবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বেশ কয়েকবার মুম্বই গিয়েছিলেন। সেখানকার সঙ্গীত জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি।

কারণ মুম্বই সংস্কৃতি তার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি। লতার সঙ্গে তাঁর একটি নিবিল সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তলা বুঝতে পেরেছিলেন যে হেমন্তদা মুম্বই ব্যবসায়ী জগতে একেবারে অচল। সেই কারণে দাদাকে বারবার বলেছেন বাংলা সঙ্গীত জগতকে বলছেন বাংলা সঙ্গীত জগতকে। লতার একটি ম্যাগাটি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তখন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় একমাত্র মহিলা ছিল্লী যিনি সঙ্গীতে রাজ করে চলেছেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের রাজতবে এসে উপস্থিত হলেন লতা। তার ফলে বাংলা ছবির জগৎ লতা কণ্ঠকে গ্রহণ করলো। তবে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বাদ পড়লেন না। তিনি বাংলার সঙ্গীত গাইতে থাকলেন। তবে লতার ছিলেন মুম্বই শিল্পী। তিনি বাংলার শিল্পী হতে পারলেন না। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বাংলার সঙ্গীত হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাংলা জগতকে সমৃদ্ধ করতে বহু উচ্চাঙ্গের সহনীত উপহার দিয়েছেন এবং লতাকে দিয়ে বহু গান তিন গাইয়েছেন।

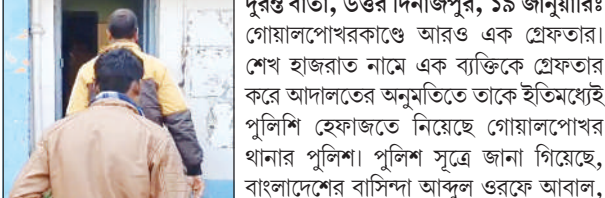
‘নদিয়া থেকে ঢুকেছিল সইফের হামলাকারী’, মমতার কোর্টে বল ঠেললেন সুকান্ত

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ জানুয়ারিঃ বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খান। সম্প্রতি বাড়িতে ঢুকে অভিনেতার উপর হামলা চালানোর ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় প্রেফতার হওয়া ব্যক্তি বাংলাদেশি। আর এই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে মুখ খুলতে গিয়ে বিজেপি সাংসদের দাবি, নদিয়া থেকে ঢুকে মুন্সই গিয়ে সইফের পিঠে চাকু মেরেছে অভিযুক্ত। সুকান্ত মজুমদার বলেন, “দিদির অনুপ্রেরণা। নদিয়া থেকে ঢুকিয়ে চালান করে দিয়েছে। সইফ আলি খানের উপর এই আক্রমণ শুনে তো বিরোধীরা লক্ষিয়ে উঠেছিল। আরে বিজেপি শাসিত রাজ্যে হিন্দু রাজ্য হয়ে গেছে।



মুসলিমদের কোনও সুরক্ষা নেই। ধরা পড়ল কে দেখলেন তো? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য থেকে গিয়ে সইফের পিছনে চাকু গোঁথোছে। ইন্ডি জোটের এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা উচিত।” যদিও, এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস এই নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। তিনি বলেন, “এটা কাম্য নয়। যদি মানুষ ঘরের ভিতর মধ্যে সুরক্ষিত না থাকেন তাহলে তো কেন্দ্রে যিনি ক্ষমতায় আসেন তাঁকে জবাব দিতে হবে। সেলেবদের নিরাপত্তা না থাকলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?” প্রসঙ্গত, ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ইস্যু খুবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। যে ছাঁটি ফ্রন্টইয়ার রয়েছে তার একাধিক জায়গায় নেই কাঁটাতারা। বিএসএফ জানতে পেরেছে, কয়েকজন ভারতীয় দালালই এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দেশে ঢুকতে সাহায্য করছে। মহম্মদ শরিফুলের ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে। মুম্বইয়ের গোয়েন্দারা জেনেছেন, ভারতীয় দালালরাই বিপুল টাকার বিনিময়ে শরিফুলকে ঢুকতে সাহায্য করেছিল। জানা যাচ্ছে, অনুপ্রবেশকারীরা প্রথমে রেইকি করছেন। তারপর শীতের রাতের সুযোগ নিয়ে ঢুকে পড়ছে ভারতীয় ভূ-খন্ডে। তারপর ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে সকলের দৃষ্কৃতি তা নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কাজের জন্যও থেকে যাচ্ছে। অনেকে আবার অন্তাচারিত হয়েও আসছে।

গোটা ঘটনার মাস্টারমাইন্ড? প্রেফতার সাজ্জাকের সহযোগী



দূরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৯ জানুয়ারিঃ গোয়ালপোখরকাণ্ডে আরও এক প্রেফতার। শেখ হজরত নামে এক ব্যক্তিকে প্রেফতার করে আদালতের অনুমতিতে তাকে ইতিমধ্যেই পুলিশি হেফাজতে নিয়েছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ‘আমাদের বসিন্দা আব্দুল ওরফে আবাল, বাংলাদেশের বসিন্দা আব্দুল মুর্শিদাবাদ সব জায়গার ছবিটা প্রায় একই। এবার জলপাইগুড়ি জেলায় রাজগঞ্জ ও সদর তল্লকের এলাকাবাসী বুঝিয়ে দিলেন তারা এক অংশও জমি ছাড়বেন না। গ্রামবাসী আজিমুদ্দিন বলেন, “পঞ্চগড় থেকে রাতে আসে ওরা। বেড়া টপকে ঢুকে যায়। চুরি করে নিয়ে যায়। কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দিলে ভাল হয়। একটুকু মাটিও ওদের ছাড়ব না।” বাবুল হোসেন বলেন, “আমাদের কাঁটাতারের বেড়া লাগবেই। এতে সুবিধা হয়।” রক্তত,

‘ওর ধাক্কায় জলের বালতির ঢাকা পড়ে যায়, চিংকারে পালায়’



দূরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৯ জানুয়ারিঃ সবে সূর্য পাটে গিয়েছে। সন্কেবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন মহিলা। হঠাৎ শব্দ। থালা-বাসন পড়ে গেলে যেমন আওয়াজ হয় ঠিক তেমন। গৃহস্থ জানলা খুলতেই চোখ চড়কগাছ। এ কী! সটান এবার দুয়ারে হাজির সে! আতঙ্কে জুড়ে দিলেন চিংকার। আবারও বাঘের আতঙ্কে কাঁপছে সুন্দরবন। কয়েকদিন আগেই বাঘ ধরে নিয়ে গিয়েছিল বনদক্তর। সেই আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই ফের সেখানে হাজির বাঘ। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কুলতলি ব্লকের গুড়গুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য গুড়গুড়িয়া এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা জম্মেঞ্জ গিরির ঘরের বারান্দায় ঢুকে পড়ে বাঘ। তেমনটাই দাবি তাঁরা। আতঙ্ক কাঁটা তাঁরা। কী করবেন বুকে উঠতে পারছিলেন না কিছুতেই। তারপর চিংকার শুরু করেন। এরপর খবর দেওয়া হয় বনমঞ্চতরে। খবর পেয়ে বনমঞ্চতরের কর্মীরা আসেন। বাজি পটকা ফাটিয়ে এলাকা থেকে বাঘটিকে তাড়িয়ে যোে। এ প্রসঙ্গে দেরিকা গিরি বলেন, “সন্কেবেলা দরজার সামনে বসেছিলাম। দরজা বন্ধ ছিল তাই ঘরের ভিতর ঢুকতে পারিনি। ও চুপ করে ঘাপটি মেরে বসেছিল। এবার দরজার পাশে বালতি রাখা ছিল। সেই বালতিটায় একটা থালা চাপা দেওয়া ছিল। বাঘটার ধাক্কায় থালা পড়ে যায়। সেই আওয়াজে আমি কে কে বলে চিংকার করি। তখন জানলাম খুলে দেখি বাঘটা সামনের নদীতে নেমে গেছে। ও যে ছুঁতে সোটা বোঝা যাচ্ছে। তারপর বনমঞ্চতরে খবর দিই।”

নিষেধাঙ্গা জারি করেছিল স্বাস্থ্য ভবন, তারপরও সরকারি হাসপাতালের রোগীকে দেওয়া হল নিষিদ্ধ স্যালাইন

দূরন্ত বার্তা, নদিয়া, ১৯ জানুয়ারিঃ নার্স বলছেন, ‘দেখছেন তো কোনো কথা বলছি...’, আবার ডাক্তার বললেন, ‘এই তো দেখুন আমি লিখিনি দিতে... দু’জনই ক্যামেরা দেখে খতমত খেয়ে গেলেন। কেন? যে বিযাক্ত স্যালাইন নিয়ে তেলপাণ্ড হচ্ছে গোটা রাজ্যে। সেই স্যালাইন ফের দেওয়ার অভিযোগ উঠল রোগীকে। তাও আবার সরকারি হাসপাতালেই। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে বিযাক্ত স্যালাইনের জেরে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ আসতেই স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার ওই স্যালাইন–সহ একাধিক গুরু্ব পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহারে নিষেধাঙ্গা জারি করেছিল স্বাস্থ্য ভবন। তবে নদিয়ার পলাশিপাড়া থেকে এক বিশ্ফোরক অভিযোগ। নিষিদ্ধ ঘোষণার পরও ফের পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের সেই নিষিদ্ধ স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে রোগীকে। প্রশ্ন করতেই ডাক্তার এবং নার্সের মধ্যে শুরু হয় একে



অপরকে দোষারোপ। ঘটনাটি ঘটেছে পলাশিপাড়া প্রীতিময়ী গ্রামীণ হাসপাতালের ঘটনা। শেষে ক্যামেরা দেখেই রোগীর শরীর থেকে সেই স্যালাইন খুলে দিলেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। কয়েকদিন আগেই নদিয়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ



ফার্মাসিউটিক্যালের সমস্ত স্যালাইন তাল্লা বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার জানানো হয় তা ব্যবহার করা যাবে না। এরপরও যদি কোনও হাসপাতাল এই স্যালাইন ব্যবহার করেন তাহলে তার সব দায় সেই হাসপাতালে সুপারকে নিতে হবে।



তা সত্ত্বেও এ দিন পলাশীপাড়া প্রীতিময়ী গ্রামীণ হাসপাতালে দেখা গেল ওই কোম্পানির স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে রোগীকে। এখন প্রশ্ন উঠছে বারবার বারগের পরও কীভাবে এই স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছে? কোনও দৃঘটনা ঘটে গেলে তার দায় নেবে কে? উঠছে প্রশ্ন।

চিকিৎসক বি গাইন বলেন, “বিএমওএইচ জিজ্ঞাসা করুন। আর শুনুন আমি অর্ডার দিইনি। ক্যাস্কেল করলে দিলেই হল। আমি তো দিইনি। নার্স কোনও ভাবে ভুল করেছে হয়তা।” আবার কর্তব্যরত নার্স বলেন, “ডাক্তারবাঘু বলছে বলেই তো দেওয়া হয়েছে...।” এরপর আর একটিও কথা বললেন না। এ দিকে রোগীর পরিবারের লোকজন বললেন তারা জানেই না। সত্যিই তো সাধারণ মানুষ রোগীকে সুস্থ করতে হাসপাতালে নিয়ে আসে। তরসা নার্স ও ডাক্তাররা। কিন্তু তারাই যদি কর্তব্যে গাফিলতি করে তাহলে কোথায় যাবে সাধারণ মানুষ? “স্বাস্থ্য মেসৌমী খাতুন বলেন, “ডাক্তারবাঘু না নার্স দিয়েছে জানি না। রোগী অসুস্থ হলে আমরা হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখানে কী হয় বা কী হয় না আমরা তো জানি না। কোন গুুম্বু দিচ্ছ না দিচ্ছে বলব কীভাবে?”

তৃণমূল আমায় তাড়ায়নি, শেষদিন পর্যন্ত ধরে রাখতে চেয়েছিল। শুভেন্দু



সংখ্যালঘুদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেন শুভেন্দু। বলেন, “বাংলাদেশে আক্রান্ত, নিপীড়িত হিন্দুদের পাশে সবাব দাঁড়ানো উচিত।” একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, এখন হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এরপরই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির

কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, “বর্তমান শাসকদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিলাম। প্রশাসনিক ও দলগতভাবে। তারা আমায় তাড়ায়নি। তারা আমাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে শেষদিন পর্যন্ত। ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আমি ওই

দলকে পরিত্যাগ করেছি, তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, তৃণমূলের তুষ্টিকরণ, তোষণের রাজনীতি।” তার বিরোধিতা করতেই তৃণমূল ছাড়েন বলে জানান। এদিন উত্তর প্রদেশের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, “মুলায়ম

সিং যাদব, অখিলেশ যাদবের সময়ে ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশে পাঁচ বছরে ৩৭৫টি সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে। আর এখন সুশাসন কাকে বলে, সুরক্ষা কাকে বলে, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন।” একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে তৃণমূল সুপ্রিমাকে হারানোর কথা তুলে ধরে হিন্দুদের এক হওয়ার বার্তা দিলেন শুভেন্দু। বলেন, “নন্দীগ্রামে একশো হিন্দুর মধ্যে ৬৪ জনকে একজেট করতে পেরেছিলাম। তাতেই ১৯৫৬ ভোটে জিতি। আর চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে একশোর মধ্যে ৭২ জন হিন্দু একজেট হয়েছিলেন। তাতে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ে লিডও বাড়ে।” রাজ্যে পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, সমাধান একটাই। হিন্দুদের এক হতে হবে।

শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হুইলচেয়ার ও জরুরী সামগ্রী প্রদান

দূরন্ত বার্তা , শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারিঃ শিলিগুড়িতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়তা সমিতি (জয়পুর) এবং শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রায় ৬০০ জনকে হুইলচেয়ার, জরুরী সামগ্রী এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল। রবিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা। এদিন বিশেষ

চাহিদা সম্পন্নদের হুইলচোয়ার, কৃত্রিম অঙ্গ তুলে দেওয়া হয়। এদিন মেয়র গৌতম দেব জানান, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হল। হুইল চোয়ার সহ আর্টিকেল লেগ সহ মানবিক চাহিদা সম্পন্নর সার্টিফিকেটও তুলে দেওয়া হয়। আজ থেকে তিনদিন ব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে। পাশাপাশি গোটা শিলিগুড়ি জুড়েই এই কর্মসূচি চলবে বলে জানান তিনি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/726 Name of Work: Improvement of lighting system at Hazra Road, N. B. Lane, Lansdown Terrace, Greek Church Road and other places in Ward No.-84, Br.-VIII. Estimate Amount: ₹ 2,99,041.00. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 12 days. (2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/727 Name of Work: Renovation of street lighting system at Dr. Rajendra Road and its surrounding areas in Ward No.-70. Estimate Amount: ₹ 1,99,286.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 10 days. (3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/733 Name of Work: Improvement of Bustee lighting system at 1, 19 Ananda Banerjee Road Bustee, and other different Bustees in Ward No.-70 under Br.-VIII. Estimate Amount: ₹ 1,96,631.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 12 days. Last Date and Time of submission of Bid: 27.01.2025 – 6 p.m. (For Sl. No. 1 to 3). Bid opening date and time for technical proposal on: 27.01.2025 – 6.30 p.m. (For Sl. No. 1 to 3). (4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/724 Name of Work: Installation of lighting arrangement by energy efficient eco-friendly LED lights at ill light area at Khanaberia Village (Tusshi Bagan and Uccho Poda Village) and surrounding area in Ward No.-58, Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 3,86,381.56. Earnest Money: ₹ 7,800.00. Period of Completion: 30 days. (5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/725 Name of Work: Operation & maintenance of street lighting system at D. C. Dey Road, Christopher Road, Dhapa Dhipi & its surrounding area in Ward No.-58, Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 4,21,940.00. Earnest Money: ₹ 8,500.00. Period of Completion: 365 days. Last Date and Time of submission of Bid: 28.01.2025 – 12.30 p.m. (For Sl. No. 4 & 5). Bid opening date and time for technical proposals: 28.01.2025 – 2.30 p.m. (For Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from 17.01.2025 (6 p.m.) (For Sl. No. 1 to 5) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5). The Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-IV, KMC invites e-tender online, two part Bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/301/24-25 Name of Work: Improvement works of street lighting arrangement at Suryanagar Math and adjacent areas in Ward No.-98, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,97,915.66. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 10 days. Last Date and time of completion of Bid: 27.01.2025 upto 10 a.m. The bid forms and other details are available on and from 17.01.2025 from 5 p.m. (2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/272/24-25 Name of Work: Installation of two decorative lights at Layelka Immersion Ghat and one decorative light at the backside of Trikone Park, Regent Estate within Ward No.-96, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,95,543.11. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 10 days. (3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/273/24-25 Name of Work: Improvement of Park lighting system beside Gyaner Pradip Club in Ward No.-96 under Br.-X. Estimated Amount: ₹ 2,95,801.08. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 15 days. Last Date and time of completion of Bid: 28.01.2025 upto 12 Noon (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from 17.01.2025 from 2 p.m. (For Sl. No. 2 & 3). The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3). The E.E. (E)/Electricity, KMC invites e-tender item/percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-71/24-25 (1st Call) Name of Work: Renovation of Lighting Arrester at HUDCO Building under KMC. Estimate Amount: ₹ 1,29,376.00. Earnest Money: ₹ 2,600.00. Period of Completion: 10 days. (2) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-131/24-25 (1st Call) Name of Work: Supply of Sediment and Carbon	
filters for Water purifier cum Coolers at New Market New Complex under KMC. Estimate Amount: ₹ 1,98,984.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 30 days.	
(3) NIT No.: KMC/Ely/ESTM-132A/24-25 (1st Call)	
Name of Work: Replacement of dedunct LED lights, Cables along with accessories, Painting, Earthing and other allied works for Solar based lighting system at Patuli Uponagori Uddyayan under KMC. Estimated Amount: ₹ 3,08,743.87. Earnest Money: ₹ 6,200.00. Period of Completion: 07 days. Last Date and time of submission of Bid: 28.01.2025 upto 4 p.m. (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 20.01.2025 (For Sl. No. 1 & 2) & 20.01.2025, 4 p.m. (For Sl. No. 3). The website https://wbtdenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).	
The Exe. Engr. (E)/Ltg. (Crm), KMC invites e-tender online, two bid system for following work: (1) NIT No.: KMC/NBG/LTG/CRM/e-18/24-25 Name of Work: Installation of LED light fittings in the furnace area at New Complex of Nintala Burning Ghat. Estimated Amount: ₹ 1,71,914.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 7 days. Last Date and time of submission of Bid: 27.01.2025 at 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from 18.01.2025 at 12 Noon from the website https://etender.wb.nic.in	
The Exe. Engr. (C)/Br.-VI, KMC invites e-Tender online item rate two bid system for following work: NIT No.: VI/055/024/2024-2025/R (2nd Call) Name of Work: Improvement of sewerage system at 46, 70, 60, 85, Middle Road and adjacent area in Ward No.-55. Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ 4,93,662.00. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 45 days. Last date & time of submission of Bid: 27.01.2025 – 3 p.m. Tender opened on: 29.01.2025 – 1 p.m. The bid forms and other details are available on and from 18.01.2025 (6 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in	
The Exe. Engr. (W.S.)/Central, KMC invites e-tender for the following work (Submission of Bid through online): NIT No.: KMC/WS/C/SEC-164/03/24-25 Name of Work: Improvement of filtered water supply by laying 150 MM dia service main from 6 West Row to 101/2 Karaya Road under Ward No.-64. Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ 3,99,752.86. Earnest Money: ₹ 8,000.00. Time of Completion: 20 days. Last Date and time of submission of Tender: 31.01.2025 at 1 p.m. For full and further details, please visit the websites : http://www.wbtdender.gov.in. Please keep watching on the above website for further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.	
The Exe. Engr. (W.S.)/GRWW, KMC invites e-Tender for the following work: NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/39 Name of the Work: Manufacture, supply, delivery and installation of dismantling joint and two numbers of double flanged reducer of different size for Pump Unit No. 3 at CWPS-II, Garden Reach Water Works. Estimated Amount: ₹ 2,58,960.00. Earnest Money: ₹ 5,200.00. Period of Completion: 10 days. Last date & time of receipt/opening of Tender: 29.01.2025 at 2 p.m./31.01.2025 at 2 p.m. The bid forms and other details are available shortly from the website https://etender.wb.nic.in	
The D.G. (Mechanical)/Roads, KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for following work: NIT No.: KMC/ASPH/TRKGORA-006/2024-25 (1st Call) Name of the Work: Restoration of road surface at Haldar Para and surrounding area with allied civil works in Ward No.-127, Br.-XIV under Roads Mechanical Department. Estimated cost: ₹ 4,67,214.83. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 20 days. Last date & time of submission of Bid: 31.01.2025 at 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from 21.01.2025 (5 p.m.) from the website https://wbtdenders.gov.in (1256/24-25)	

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

আগে থেকে নিজের যত্ন নিলে বিয়ের দিন ত্বক থাকবে ভালো



বড়সড় অনুষ্ঠান হোক কিংবা না হোক, আকৃদ বা বিয়ে পড়ানোর আয়োজন বরকনের জীবনের এক অনন্য দিন নিঃসন্দেহে। তবে চটকদার বিজ্ঞানের প্রলোভিত হয়ে অল্প সময়ে নিজেকে সুন্দর করে তুলতে চাইলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই একটু সময় নিয়েই বরকনের নিজদের প্রস্তুত করে তোলা উচিত। জীবনের যেকোনো পর্যায়েই স্বাস্থ্যকর খাবার ও পর্যাপ্ত জল খাওয়া, ঠিকঠাক ঘুম আর চাপমুক্ত জীবনযাপন প্রয়োজন সুস্থতার জন্য। জীবনের নতুন ইনিংস শুরুর আগেও এ চর্চা আবশ্যক। চাইলে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সৌন্দর্যসেবাও নেওয়া যেতে পারে।

কনের প্রাণবন্ত ত্বক

অন্তত ছয় সপ্তাহ সময় নিয়ে বিয়ের দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা ভালো। অন্যান্য যন্ত্রের পাশাপাশি ভিটামিন সি সিরাম দারুণ কাজে দেয়। কুড়িটা ভিটামিন সি ট্যাবলেট গুঁড়া করে এর সঙ্গে পরিমাণমতো অ্যালোভেরা জেল, কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন আর কয়েক ফোঁটা গোলাপজল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে রেখে দিলে সিরাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় কুড়ি-পঁচিশ দিন অবধি। তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিন কিছু ফেসপ্যাক তৈরির উপায়। সপ্তাহে দুই দিন ব্যবহার করতে পারেন এসব ফেসপ্যাক। শুষ্ক ত্বকের জন্য ভাজা চিনাবাদামের খোসা ও বাদামের পাতলা বাদামি স্তর ফেলে

বদাম গুঁড়া করে নিন। ভাজা গমও গুঁড়া করে নিতে হবে। এই দুই উপকরণ সমপরমাণে নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে রাখুন একটি কাচের বয়ামে। ফেসপ্যাকের জন্য বয়াম থেকে নিয়ে দিনে প্রয়োজনমতো। এরপর ফুটন্ত দুধে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। আগে থেকে বীজ ফেলে ব্রেস্ত করে রাখা একটা মাঝারি আকারের খেজুরও যোগ করুন এ সময়। ঠান্ডা করে মুখে প্রয়োগের ১৫ মিনিট পর মালিশ করে করে তুলে ফেলুন। সংবেদনশীল ত্বকের জন্য হালকা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিন কিছু মটর কিংবা মুগডাল। মিহি গুঁড়া করে কাচের বয়ামে রেখে দিন। প্যাক তৈরির জন্য ডালের গুঁড়ার সঙ্গে পরিমাণমতো টকদই, কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন আর একচিমটি কর্পূর মিশিয়ে নিন খুব ভালোভাবে। প্যাক লাগানোর ১৫ মিনিট পর মালিশ করে করে তুলে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বক কিংবা যাদের ত্বকে ব্রণ আছে, তাঁরা ২ টেবিল চামচ লবঙ্গ, ২৫টি তেজপাতা আর ৮-১০টি দারুচিনি নিয়ে হালকা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিন। এরপর গুঁড়া করে মিশিয়ে কাচের বয়ামে রাখুন। প্যাক তৈরির সময় বয়াম থেকে দেড় চামচচ পরিমাণ বের করে নিন। এর সঙ্গে এক চামচচ ময়দা আর এক চামচচ চালের গুঁড়া নিন। জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। প্যাকাটি প্রয়োগের পর জ্বালা ভাব হবে। তাতে ভয় নেই। জ্বালা বন্ধ হলে এরপর ধুয়ে ফেলুন। ব্রণ থাকলে রোজ ব্যবহার করতে হবে, তবে শুধু ব্রণের জয়গায়।

কনের চুলের যত্ন

আমলকী, শিকাকাই, মেথি আর



ব্রাহ্মীর গুঁড়া নিন সমপরমাণে। ভালোভাবে মিশিয়ে রেখে দিন কাচের বয়ামে। গরম জলেতে গুলিয়ে ঠান্ডা করে মাথার ত্বকে লাগাতে হবে সপ্তাহে দু-তিন দিন। মাথার ত্বকে প্যাক লাগিয়েই চুলে নারকেল তেল বা তিলের তেল লাগিয়ে ফেলুন। এরপর কালো নতুন স্টাইল আনতে চাইলে আকদের দু-তিন মাস আগেই তা করা উচিত। যাঁকে দিয়ে আপনি সব সময় চুল-দাড়ি কাটানোর কাজ করিয়ে থাকেন, তাঁর কাছেই যাওয়া উচিত এ সময়টাতেও। পরীক্ষামূলক ভাবে অন্য কারও হাতে এসব কাজ করতে যাবেন না। নইলে আপনার সব সময়কার স্টাইলটাই রাখুন, কেবল মাপমতো ছোট করে নিন। চুল-দাড়ি হাটার কাজটি আকদের কত দিন আগে করানো, তা অবশ্য নির্ভর করছে আপনার চুল-দাড়ির বৃদ্ধির হারের ওপর। প্রতিবার দাড়ি কমানোর পর তিন-চার দিন পর্যন্ত আফটার শেভ প্রসাধন ব্যবহার করুন।

বরেরও চাই যত্ন

শোভন মেকওভারের কসমেটোলজিস্ট শোভন সাহা জানানেন বরের যত্নআত্তি প্রসঙ্গে। মাস তিনেক হাতে নিয়ে নিজের যত্ন শুরু করা ভালো। শীত মৌসুমে মুখে পিট মাস্ক ব্যবহার করুন, প্রয়োজন বুঝে সপ্তাহে এক থেকে চার দিন। নিয়মমাস্কিং স্ক্রুবিংও করা চাই। ত্বকে ময়েশ্চারাইজার দিন প্রতিদিন দুতিনবারে। সানস্ক্রিন সামগ্রীও প্রয়োজন। দাগছোপ

কমাতে বা ত্বক উজ্জ্বল করতে আপনার জন্য কোন ধরনের ঘরোয়া যন্ত্রের প্রয়োজন, একজন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে সে বিষয়ে পরামর্শ নিন। দুই সপ্তাহ অন্তর মেনিকিওর ও পেডিকিওর করান। আর বিয়ের তিন-চার দিন আগে একবার। চুল আর দাড়ি যদি থাকে, নতুন স্টাইল আনতে চাইলে আকদের দু-তিন মাস আগেই তা করা উচিত। যাঁকে দিয়ে আপনি সব সময় চুল-দাড়ি কাটানোর কাজ করিয়ে থাকেন, তাঁর কাছেই যাওয়া উচিত এ সময়টাতেও। পরীক্ষামূলক ভাবে অন্য কারও হাতে এসব কাজ করতে যাবেন না। নইলে আপনার সব সময়কার স্টাইলটাই রাখুন, কেবল মাপমতো ছোট করে নিন। চুল-দাড়ি হাটার কাজটি আকদের কত দিন আগে করানো, তা অবশ্য নির্ভর করছে আপনার চুল-দাড়ির বৃদ্ধির হারের ওপর। প্রতিবার দাড়ি কমানোর পর তিন-চার দিন পর্যন্ত আফটার শেভ প্রসাধন ব্যবহার করুন।

অন্যান্য সময়ের চেয়ে মেকআপ কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে শীতকালের

বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে শীতকালের মেকআপ কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। এ সময় সব ধরনের ত্বকেই কিছুটা পরিবর্তন আসে। ত্বকের দ্বিতীয় স্তর ডার্মিসে যামগ্রস্থির কাজ কম হয়, ফলাফল ত্বক আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে না। আমাদের ত্বকে প্রাকৃতিক সহজেই ফাটল ধরে।



মেকআপের আগে

সাজের আগে ত্বককে প্রস্তুত করতে হবে। শীতকালের শুষ্ক ত্বককে মেকআপের উপযোগী করতে ক্লিনজার-টোনার-ময়েশ্চারাইজার-প্রাইমার (সিটিএমপি পদ্ধতি) লাগানোর পরামর্শ দেন রূপবিশেষজ্ঞ শারমিন কটা। তিনি বলেন, এই চার ধাপ অনুসরণ না করলে মেকআপ টিকমতো বসে না। ত্বকেও উজ্জ্বলতা আসে না। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নেওয়া উচিত তেলবিহীন ফেসওয়াশ আর স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ ক্লিনজার।

কিন্তু সব ধরনের ত্বকের জন্যই বেছে নিতে হবে ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ টোনার। কারণ, মুখ পরিষ্কার করার পর সব ধরনের ত্বকেই আর্দ্রতার প্রয়োজন পড়ে। ময়েশ্চারাইজারের ক্ষেত্রে তেলবিহীন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করাই ভালো। বাজারে সাধারণত জেল, তেল ও সিলিকনভিত্তিক প্রাইমার পাওয়া যায়। যেকোনো ধরনের ত্বকেই মানায় জেলভিত্তিক প্রাইমার। এটি ত্বকের আর্দ্রতাকে ধরে রাখতেও সহায়তা করে। তবে যাদের ত্বকে ব্রণের দাগ আছে, তাঁরা বেছে নিতে পারেন সিলিকন ভিত্তিক প্রাইমার।

ফাউন্ডেশন

মেকআপের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো ফাউন্ডেশন। ত্বকের ধরন বুঝে সঠিক ফাউন্ডেশন বেছে নেওয়া জরুরি। শীতকালের জন্য সবচেয়ে ভালো ডুয়েল ফিনিশ ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশন পরিমাণে লাগে খুইই অল্প, কিন্তু সব ধরনের ত্বকেই খুব ভালোভাবে মিশে যায়। আলাদাভাবে বলতে গেলে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন তেলবিহীন ফাউন্ডেশন, যেমনি স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ ফাউন্ডেশন।

পাউডার

ফাউন্ডেশন ব্যবহারের পর এটিকে ত্বকে স্থায়ী করতে ব্যবহার করা হয় পাউডার। এ ক্ষেত্রে সব ধরনের ত্বকেই ব্যানানা পাউডার বা হোয়াইট ট্রেন পাউডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাউডার ব্যবহারের পর ত্বক বেশি শুষ্ক দেখালে সেটিং স্প্রে দিয়ে পাউডার ও ফাউন্ডেশনকে সেট করে নিতে হবে।

চোখের সাজ

চোখের সাজের ক্ষেত্রে ম্যাট ফিনিশ আইলাইনার ব্যবহার করাই শ্রেয়। চোখের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে চোখের পাপড়িতে ব্যবহার করতে পারেন ভলিউম মাসকারা। আজকাল চোখের সাজে গ্লিস আইশ্যাডো বেশ জনপ্রিয়। এর ব্যবহারে চোখে চলে আসবে ভিন্নতা। চোখের বেজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন বাদামি রঙের গ্লিস আইশ্যাডো, এর ওপর হালকা শিমার দিলেই চোখের সাজ সম্পূর্ণ।

ঠোঁটের সাজ

শীতকালে আবহাওয়ায় আর্দ্রতার অভাব ও শরীরে জলশূন্যতার জন্য ঠোট শুকিয়ে যায়। শুকনো ঠোঁটে কোনো সাজই ভালো লাগে না। এ সময় ঠোঁটে আর্দ্রতায়ুক্ত লিপবাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে হবে। এরপর ব্যবহার করতে পারেন গ্লিস লিপস্টিক। কারণ, চোখের মতোই, ঠোঁটের সাজেও চলছে গ্লিস লুকের আধিপত্য।

হাইলাইটার

মুখের ত্বক নরম ও উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে হাইলাইটার। স্কিন ট্রেন অনুযায়ী বেছে নিতে হবে হাইলাইটার। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন পাউডার হাইলাইটার আর শুষ্ক ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন তরল হাইলাইটার। মেকআপের পর সবশেষে ফিগিং স্প্রে দিয়ে পুরো মেকআপটিকে ঠিক করে নিতে হবে। এতে মেকআপটিও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

ইসরায়েলি বাহিনীর ট্রাকে তোলা হয়েছে ফিলিস্তিনিদের



অনুপাতের বিষয়টি নির্ভর করছে ইসরায়েলের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনি বন্দীরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন কি না, তার ওপর। ফিলিস্তিনি বন্দী ও সাবেক বন্দীবিষয়ক কমিশন এবং প্যালেস্টাইন প্রিজনার্স সোসাইটির তথ্যমতে, বর্তমানে ইসরায়েলের কারাগারে ১০ হাজার ৪০০ ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গত ১৫ মাসের সংঘাতকালে গাজা থেকে আটক ফিলিস্তিনিরা অন্তর্ভুক্ত নন। যুদ্ধবিরতি চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু হলে রোববার ৯৫ জন ফিলিস্তিনি নারী ও শিশু বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের বিচার মন্ত্রণালয়। তবে এর বাইরে যেসব বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে, তাঁদের নাম জনা যাবনি। চুক্তির রূপরেখা অনুসারে, আজ স্থানীয় সময় বৈকেল চারটার আগে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে না। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েল বকরাশিহে হামলার পর মুক্তি দেওয়া হবে ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর একটা বড়সংখ্যক ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হামলার আগে ১০ জনের কম ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যকার যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি তিন ধাপের। চুক্তির প্রথম পর্যায়ে ১ হাজার বেশি ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে ৩৩ জন ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে। গাজায় থাকা ইসরায়েলি বন্দীদের সংখ্যা আনুমানিক ১০০ জন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, দোহায় উভয় পক্ষের (হামাস-ইসরায়েল) পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী যে অনুপাতের বিষয়ে সম্মত হয়েছে, সে হিসেবে আটক-বন্দী বিনিময় করা হবে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া ১১০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে ৯ জন অসুস্থ ও আহত ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে। এ ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি বন্দীদের সঙ্গে ৫০ বছরের বেশি বয়সী ইসরায়েলি জিম্মি পুরুষদের বিনিময়ের অনুপাত হবে ১ঃ ৩। আগের মেয়াদে উপাত্ত ভোগ করা ফিলিস্তিনি বন্দীদের সঙ্গে ইসরায়েলি জিম্মিদের অনুপাত হবে ১ঃ২৭।

আগের বন্দী বিনিময় অতীতেও বন্দী বিনিময় হয়েছে। যেমন ২০১৬ সালে শান্তি আলোচনা চলাকালে ইসরায়েল ১০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছিল।

উদ্দেশ্য ছিল আলোচনাকে জোরদার করা। ১৯৮৬ সালে ছয় ইসরায়েলি সেনার বিনিময়ে ৪ হাজার ৫০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে ১৯৮৫ সালে ৩ জন ইসরায়েলি সেনার বিনিময়ে প্রায় ১ হাজার ১৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। বড় মাপের বন্দী ইসরায়েলি আর্মি রেডিও জানিয়েছে, আজ যেসব ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন খালিদা জারার। তিনি অধিকৃত পশ্চিম তীরের সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব ফিলিস্তিনের (পিএফএলপি) নেতা। ফিলিস্তিনিরা আরও কয়েকজন বড় মাপের বন্দীর মুক্তির আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ফিলিস্তিনি সংগঠন ফাতাহের নেতা মারওয়ান বারগুতা। তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুক্তি বারবার ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ আটকে দিয়েছে। মারওয়ানের প্রতিশ্রুতি ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গত স্ত্রুৎকার যোগাযোগ করছিল আর-জাজিরা। তাঁরা বলেন, মারওয়ানের মুক্তির ব্যাপার তাঁরা আশাবাদী। কিন্তু তাঁর সম্ভাব্য মুক্তির বিষয়ে তাঁরা কোনো তথ্য পাননি।

রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে যুদ্ধরত উত্তর কোরিয়ার দুই সেনাকে আটকের দাবি

রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে যুদ্ধরত উত্তর কোরিয়ার দুই সেনাকে আটকের দাবি করেছে ইউক্রেন। আটক সেনাদের রাজধানী কিয়েভে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তদন্তকারীরা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন বলে জানিয়েছে দেশটি। এ বিষয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, এই দুই যুদ্ধবন্দী ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা সিকিউরিটি সার্ভিস অব ইউক্রেনের (এসবিইউ) সঙ্গে ‘যোগাযোগ’ করেছিল। গতকাল শনিবার এক পোস্টে জেলেনস্কি বলেন, রুশ বাহিনীগুলো এবং অন্যান্য উত্তর কোরিয়ার সামরিক কর্মকর্তারা সাধারণত চলমান যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার জড়িত থাকার প্রমাণ মুছে ফেলতে তাদের আহত সৈনিকদেরও মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকে। এসবিইউর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আটক হওয়া উত্তর কোরিয়ার এক সেনার কাছ থেকে কোনো নথিপত্র পাওয়া যায়নি। অন্যজনের কাছে রাশিয়ার সামরিক পরিচয়পত্র ছিল। মস্কোলিয়ার সঙ্গে রুশ সীমান্তযোযা তুভা অঞ্চলের একজনর নামে সেটা করা হয়েছিল। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দুই বন্দীর কেউই ইউক্রেনীয়, ইংরেজি কিংবা রুশ ভাষায় কথা বলতে পারেন না। তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সময় লাগছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দারা দোষাভী দিয়ে সহায়তা করছে। এসবিইউ বলছে, আটক হওয়া একজন সেনা দাবি করেছেন, তাঁকে ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে আনা হচ্ছে সেটা তিনি আগে জানতেন না।



তাঁকে বলা হয়েছিল, প্রশিক্ষণের জন্য রাশিয়ায় নেওয়া হচ্ছে। আটক দুজনকেই জেনেতা কনভেনশনের শর্ত মেনে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলেও নিশ্চিত করেছে এসবিইউ। তবে তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় জানায়নি ইউক্রেন। এবারই প্রথম ইউক্রেনের গোয়েন্দারা যুদ্ধরত উত্তর কোরীয় সেনাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ পেয়েছে। তবে এর আগেও কিয়েভের পক্ষ থেকে যুদ্ধে আহত উত্তর কোরিয়ার সেনাদের আটকের কথা বলা হয়েছিল। তবে তাঁরা গুরুতর আহত ছিলেন। আটকের পরপরই মারা যান।ইউক্রেনের একজন প্রবীণ সামরিক কর্মকর্তা গত মাসে দাবি করেন, কুরস্ক অঞ্চলে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করা প্রায় ২০০ উত্তর কোরিয়ার সেনা সম্পৃষমসরে হয় নিহত, না হয় আহত হয়েছেন। হোয়াইট হাউস ও পেট্টাগনের পক্ষ থেকে গত মাসে নিশ্চিত করা হয় যে উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী মূলত পদাতিক অবস্থানে থেকে রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে।

স্ত্রীকে খুন করে থানায় পৌঁছে গেল স্বামী



দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ হুগলি, ১৯ জানুয়ারিঃ অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে স্ত্রীর। সেই সন্দেহেই ভোর বেলা নিজের বাড়িতেই স্ত্রীকে খুন করে থানায় পৌঁছে গেল স্বামী। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আরামবাগের সালেপুনের দাস পাড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোরে। দীর্ঘদিন থেকেই সালেপুনে থাকেন রঞ্জিত দাস। তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী ঋতু দাসকে (৩৫) খুনের অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, রঞ্জিতের সঙ্গে বিয়ের আগেও ঋতুর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। তাঁর একটি কন্যা সন্তান আছে। কিন্তু কন্যা সন্তানকে ঋশুরবাড়িতে রেখে আবারও রঞ্জিতের সঙ্গে পালিয়ে যায়। তাও প্রায় ১৫ বছর আগে। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গেই চলছিল সংসার। তাঁদের দুই সন্তানও রয়েছে। রঞ্জিতের পরিবার সূত্রে খবর, সম্প্রতি ঋতু একটি পরকীয়া করছে বলে তাঁরা শুনেতে পান। যা নিয়ে রঞ্জিতের সঙ্গে প্রায়শই ঝামেলা হত। রঞ্জিত দাসের মাও বলছেন সে কথা। তাঁর কথায়, অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে প্রায়ই ওদের মধ্যে অশান্তি হত। জেলেই ভোরবেলা বৌমাকে মেরে থানায় গিয়ে সারেভার করেছে। এদিকে সব শোনার পর রঞ্জিতকে নিয়ে এলাকায় যায় আরামবাগ থানার পুলিশ। সরজমিনে গোটা খতিয়ে দেখা হয়। তদন্তকারীরা কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। গৃহবধুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত গৃহবধুর ছেলে বলছে, “মামের সঙ্গে বাবার ঝগড়া হয়েছিল রাত।” তারপর আর কিছু জানি না। খবর বাবা গুরুপদ নন্দী অবৈধ সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ের সম্পর্ক ছিল না। থানা থেকে ফোন করতেই তিনি এসেছেন। আরামবাগ থানার পুলিশ জানিয়েছে এদিনই আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হবে অভিযুক্তকে।

প্রশ্নঃ আমি একজন পুরুষ। বয়স ৩৫ বছর। ৪ বছর ধরে শীত এলেই আমার ঠোট ফাটো শীতে নিয়মিত ড্যান্সলিন অথবা লিপজেল ব্যবহার করি, তারপরও ঠোট ফাটছে। মারোমধ্যে হাসলে ঠোট ফেটে রক্ত বের হয়ে যায়। কেন এমন হচ্ছে?

পরামর্শঃ ঠোট আমাদের শরীরের অত্যন্ত সংবেদনশীল অংশ। এ অংশের ত্বক অত্যন্ত পাতলা। ফলে শীত ঋতুতে রক্ষতার কারণে ঠোট ফাটার সমস্যা সাধারণ ঘটনা। নানা কারণে ঠোট ফাটার সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাধারণত তৈলাক্ত গ্রন্থি না থাকায় ঠোট দ্রুত শুষ্ক হয়ে যায়। তাই অতিরিক্ত গরম অথবা তীব্র শীতে ঠোট ফাটার সমস্যা বেশি দেখা যায়। কারও যদি থাইরয়েডের সমস্যা থাকে, শরীরে ভিটামিন ডি ও আয়রনের ঘাটতি থাকে কিংবা অ্যালার্জি ও অটো ইমিউন ডিজিজ থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রেও এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার কারও ক্ষেত্রে জল কম খাওয়ার কারণে এমনটি হয়। বারবার জিভ দিয়ে ঠোট ভেজনো, দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ানোর মতো কিছু বাদভ্যাসের কারণেও এটি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রথমত ভালো



মানের লিপজেল ব্যবহার করুন। কিছু লিপজেলে সানবার্ন প্রতিরোধব্যবস্থা থাকে, এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। মুখ ধোয়ার পর ও রাতে ঘুমানোর আগে ঠোটে লিপজেল লাগিয়ে নিন।

প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল খান। আশা করি এতে সমস্যা কেটে যাবে। এরপরও অবস্থার উন্নতি না হলে একজন ডার্মাটোলজিস্টের শরণাপন্ন হয়ে সমস্যার কারণ নির্ণয় করে সূচিকিংসা গ্রহণ করুন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা গতিবেগ এবং সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে স্থায়ী গতিবেগ সীমাবদ্ধতার অপসারণ



মালিগাঁও, ১৯ জানুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) ট্রেনের সেকশনাল গতিবেগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। এ বিষয়ে, যে ক্ষেত্রেই সম্ভব সেই ক্ষেত্রেই অস্থায়ী ও স্থায়ী গতিবেগ সীমাবদ্ধতা তুলে নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন সেকশনের লুপ লাইনে চলা ট্রেনের গতিবেগও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে সময়ানুবর্তিতার উন্নতির পাশাপাশি ট্রেনের গতিবেগ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যাত্রীদের উন্নতমানের রেল পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডিসেম্বর, ২০২৪ মাস পর্যন্ত ১০টি স্থায়ী গতিবেগ সীমাবদ্ধতা (পিএসআর) অপসারণশিথিল করেছে। স্থায়ী গতিবেগ সীমাবদ্ধতা

অপসারণ করতে, ট্রাক জ্যামিতি সামঞ্জস্য করে কার্ডকে স্বাভাবিক করা হয়েছে, যার ফলে বক্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং সেই সেকশনগুলির মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিবেগে ট্রেন চলাচল সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও, ট্রাকগুলি যাতে সমতল থাকে এবং গ্রেডিয়েন্টে কোনো আকস্মিক পরিবর্তন না হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেতুগুলির লেভেল চিক করে রাখা হয়েছে। এই পিএসআর অপসারণ কার্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের এক কঠোর পরিশ্রম এবং উৎসর্গের নিদর্শন রয়েছে। একইভাবে, বর্তমানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ৪৪ টি অস্থায়ী গতিবেগ সীমাবদ্ধতা (টিএসআর) বিদ্যমান। গতিবেগ বৃদ্ধির কাজের মধ্যে সমস্ত

অবকাঠামো যেমন ট্রাক পুনর্নবীকরণ, সেতু শক্তিশালীকরণ, যেখানেই সম্ভব কার্ডগুলি সুগম করে তোলা, সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সক্রিয়ভাবে তার নেটওয়ার্ক জুড়ে ট্রাক অবস্থার উন্নতি এবং পিএসআরগুলি সরানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে ট্রাক পুনর্নবীকরণ, ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নত সিগন্যালিং এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ইনস্টলেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই স্থায়ী গতিবেগ সীমাবদ্ধতা অপসারণ হল সকলের জন্য নিরাপদ ও দক্ষ রেল ভ্রমণ প্রদানের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির এটি একটি উদাহরণ।

চার ওভারেই খেল খতম, ছোটোদের বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ওড়াল ভারত

কুমলা লামপুর, ১৯ জানুয়ারিঃ এ যেন এলাম, দেখলাম আর জয় করলাম। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ভারতের মেয়েদের প্রথম ম্যাচের ফল দেখে এমনই বলতে হয়। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচটা ভারত ৯ উইকেটে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ, এ বারের আয়োজক মালয়েশিয়া। দ্বিতীয় দিনে ম্যাচ ছিল ভারতের। প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ।



সেই ম্যাচে কার্থত দাঁড়াতেই পারল না ক্যারিবিয়ানরা। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তারা নির্ধারিত ২০ ওভার ব্যাট করতে পারেনি। মাত্র ১৩.২ ওভারে তারা ১০ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৪৪ রানে গুটিয়ে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করেন কণিকা কাসার (১৫)। দ্বিতীয় সর্বাধিক রান

থেকে দলকে জিতিয়ে ফেরেন। মাত্র ৪.২ ওভারে ৪৭ রান করে ভারত। ১৯ তারিখ প্রথম ম্যাচটা খেলে শ্রীলঙ্কা। প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া। যেটা শ্রীলঙ্কা ১৩৯ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে যায়। এরপর ভারত জিতল। ভারতের পরের ম্যাচ ২০ জানুয়ারি সোমবার মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে।

সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

ঢাকা, ১৯ জানুয়ারিঃ সময়টা ভালো কাটছে না বাংলাদেশের তারকা জলরাউটার সাকিব আল হাসানের। কয়েকদিন আগে বোলিং অ্যাকশনের জন্য বিপাকে পড়েছিলেন। তাঁর বোলিংয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আইসিসি। এরপর বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে ডাক পাননি তিনি। এর মাঝে হঠাৎ করেই আবার সমস্যা সাকিব। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম, ‘প্রথম আলো’-তে এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কী কারণে সাকিবের বিরুদ্ধে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা? চেক প্রতারণার মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়েছে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত।

ধ্যানচাঁদ প্রাপ্তির পরই পথ-দুর্ঘটনার শিকার মনুর পরিবার

হরিয়াণা, ১৯ জানুয়ারিঃ ধ্যানচাঁদ পুরস্কার জয়ী প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু তাকেদের পরিবারে নেমে এল বিপর্ষয়। রবিবার সকালে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান মনুর দিদা ও মামা। গত শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মূর্মুর হাত থেকে ধ্যানচাঁদ পুরস্কার লাভ করেন মনু। আর রবিবারই তাঁর পরিবারের উপরে নেমে এল এই দুর্ঘটনা। সহকারী সাব-ইনস্পেক্টর সুরেশ কুমার এ বিষয়ে জানিয়েছেন, “আমরা দুর্ঘটনার খবর পেয়েছিলাম, যেখানে একটি গাড়ি ও একটি স্কুটির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। স্কুটির দুজন যাত্রী মারা গেছেন। গাড়ির চালক ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি।” এদিন সকাল ৯ নাগাদ পথ দুর্ঘটনা হয় মহেন্দ্রগড় বাইপাস রোডে। একটি স্কুটি ও মার্কিট সূজুকি ব্রেকার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের প্রাবল্যে মনুর দিদা ও মামা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। গাড়ির চালক পলাতক। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে দুটি ব্রোঞ্জ পদক ছাড়া তাঁর ভাঙ্কের সম্ভ্রান্তি মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ব্যক্তিগত ইভেন্ট এবং ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিশ্রদুটি টিম ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন, যা ছিল ভারতের প্রথম পদক। জানা গিয়েছে মনুর দিদা ও মামা স্কুটিতে যাচ্ছিলেন। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছান। দু’জনের নিখর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় হাসাপাতালে।

লা লিগায় ফিরেই বার্সার হোঁচট

নতুন বছরে স্প্যানিশ সুপার কাপ ও কোপা দেল’রেতে দারুণ পারফরম্যান্সের পর লা লিগায় ফিরে আবারও ছন্দ হারিয়ে ফেলল বার্সেলোনা। টেবিলের নিচের দিকের দল গেতাফের বিপক্ষে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও তারা খরে রাখতে পারল না ব্যবধান। পয়েন্ট হারাল আরেকটি ম্যাচে।

গেতাফে, ১৯ জানুয়ারিঃ বছরে নিজদের প্রথম লিগ ম্যাচে প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার রাতে ১-১ গোলে ড্র করেছে বার্সেলোনা। জুল কুদে সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর প্রথমার্ধেই সমতা টানেন মাউরো আরামবারি। লিগে সবশেষ আট ম্যাচের মধ্যে সাতটিতেই পয়েন্ট হারাল হালি ফ্লিকের দল যেখানে তাদের হার চারটি, ড্র তিনটি এবং জয় একটি। চলতি বছরে কোপা দেল’রেতে দুই ম্যাচে ৪-০ ও ৫-১ গোলের জয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠে বার্সেলোনা। এর মাঝে সৌদি আরবে স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমি-ফাইনালে আলোড়িতক বিলবাওকে ২-০ ও ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে ৫-২ গোলে উড়িয়ে মরসুমে প্রথম শিরোপার স্বাদ পায় তারা। কিন্তু লিগে ব্যর্থতার খোলসেই বন্দি রইল কাতালোনা দলটি। দিনের শুরুতে লেগানেসের বিপক্ষে টেবিলের শীর্ষ দল আতলেতিকো মাদ্রিদ ১-০ গোলে হেরে যাওয়ায় বার্সেলোনার সামনে সুযোগ এসেছিল ব্যবধান ৬

পয়েন্টে নামিয়ে আনা। কিন্তু পারল না তারা। ২০ ম্যাচে ১২ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছেন বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে শিরোপাধারী রয়াল মাদ্রিদ।



বার্সেলোনার সমান ম্যাচে আতলেতিকোর পয়েন্ট ৪৪। পুরো ম্যাচে প্রায় ৭৮ শতাংশ সময় প্জেশন ধরে রেখে গোলের জন্য ২১টি শট নিয়ে ৫টি লক্ষ্যে রাখে বার্সেলোনা। গেতাফের ৯ শটের ৪টি লক্ষ্যে ছিল। নবম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। পেড্রি পাসে বজ্জে

‘আবার সেক্রেটারির সঙ্গে বসতে হবে’

বিসিসিআইয়ের ফরমান নিয়ে উদ্বিগ্ন রোহিত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

‘আমায় আবার বসতে হবে সেক্রেটারির সঙ্গে। ফ্যামিলি-ট্যামিলির ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলতে। সবাই আমাকেই বলছে।’ কথাগুলো উচ্চারণ করলেন যিনি তাঁর নাম রোহিত শর্মা। ‘ফ্যামিলি-ট্যামিলির ইস্যু’ বলতে বিসিসিআইয়ের মিটিংয়ে আলোচিত নয়। ফরমান। যেখানে বাইরে ট্যুরে যাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রিকেটারদের স্ট্রীদের একটা নির্দিষ্ট দিন থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (৪৫ দিনের সফরে ১৪ দিন)। মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরের ফাঁকতালে মাইকে এই বিষয়েই কিছু বলতে শোনা যায় রোহিতকে। পাশে বসে শুনলেন যিনি, তিনি অজিত আগরকর, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান। এমনিতেই গতকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল যোগাায় আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স ছিল বিতর্কে মোড়া। নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা বাদে যা শুরু হয়। তারপর সঞ্জু স্যামসন, করণ নায়ার, মহম্মদ সিরাজদের বাদ পড়া নিয়ে শাণিত প্রশ্নের জবাবে দৃশ্যত দিশেহারা লাগে রোহিত-

আগরকর জুটিকে। কোন যুক্তিতে বিজয় হাজারে ট্রফিতে রেকর্ড ভাঙা ব্যাটসম্যান করণকে বাদ দেওয়া হল, দুবাইয়ের পিচ কি এতটাই ঘূর্ণি হতে চলেছে যে কারণে একগাদা প্লিনার জায়গা পেল, স্থান জুটল



না ফর্মে থাকা সিরাজের? এই সমস্ত বাউন্সারের সম্মানে যখন বেসামান্য ভারতীয় অধিনায়ক, তখনই মাঠের লড়াইয়ের বদলে মাঠের বাইরের ইস্যু নিয়ে চিন্তিত হতে দেখা যায় তাকে। আগরকরকে উদ্দেশ্য করে বলেন সেক্রেটারির সঙ্গে তাঁর আসন্ন অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা। ইতিমধ্যে

সেশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে। সেখানে অনেকে লিখেছেন, ইচ্ছে করে জোরের জোরে সকলকে শুনিয়ে কথাগুলো বলেছেন রোহিত। আগরকরকে বলার অভিনয় করে আসলে দলের বাকি খেলোয়াড়দের

মুহূর্তে পক্ষে-বিপক্ষে সওয়াল উঠতে শুরু করেছে। রোহিতও যে তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন, সে বিষয়টি এদিন সাক্ষ হয়ে গেছে। যদিও সাংবাদিকরা এই ইস্যুতে তাকে প্রশ্ন করলে ইউ-টার্ন নিয়ে ফেলেন ভারতীয় অধিনায়ক। ঘুরিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, “কে আপনাকে নিয়মগুলোর কথা বলেছে? বিসিসিআই কি সরকারিভাবে কিছু জানিয়েছে? আগে এটা অফিশিয়ালি ঘোষণা করা হোক। তারপর ভাবা যাবে।” অন্যদিকে খানিক বাদেই উল্টোটা সুর শোনা যায় আগরকরের গলায়। যিনি রিভিউ কমিটির সদস্য হিসেবে ১০ পয়েন্ট নির্দেশিকার খসড়া প্রস্তুত করে ফেলেছেন বলে খবর। রোহিতের মতো স্ট্রেট ব্যাটে না খেলে তিনি শুধু বলেন, “একটা এসওপি বানানো হয়েছে চিকিৎ। কিন্তু এই বিষয়ে বলতে শুরু করলে আদি অনন্তকাল বলে যাওয়া যায়। গত কয়েক মাসে আমরা দলের উন্নতির কথা চিন্তা করেছি। কী করে সংহতি বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে ভেবেছি। ফলে নতুন নিয়ম এলেও দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নেই। এটা স্থূল নয়। এখানে কোনও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না।”

কেরালা ছেড়ে নতুন দলে মোহন বাগানের প্রাক্তনী প্রীতম কোটাল

চেন্নাই, ১৯ জানুয়ারিঃ ভারতীয় ফুটবলে ঘটে গেলএক বড় পরিবর্তন। শীতকালীন ট্রান্সফার উন্ডোতে কেরালা ব্লাস্টার্স ছেড়ে চেন্নাইয়িন এফসিতে যোগদান করলেন বাগানের প্রাক্তন ফুটবলার প্রীতম কোটালের। প্রীতম কোটাল, যিনি দীর্ঘ সময় ধরে কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলার পরবর্তী সময়টি কাটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত চেন্নাইয়িন এফসিতে যোগদান করেছেন তিনি। কোটাল একজন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার, যিনি একাধিক আইএসএল মরসুমে তার খেলার দক্ষতা এবং নেতৃত্বগুণ দিয়ে দলকে সাহায্য করেছেন। চেন্নাই এই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে তাদের রক্ষণভাগে শক্তি যোগানোর জন্য সই করেছে। কোটাল দলের জন্য একটি বড় সংযোজন, কারণ তিনি শুধু একজন ভাল ডিফেন্ডারই নন, পাশাপাশি তার নেতৃত্ব গুণও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ক্লাবের শিবিরে যোগ দেওয়ার পর, প্রীতম কোটাল চেন্নাই দলের বাক-লাইনকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবেন এবং পরবর্তী আইএসএল ম্যাচগুলিতে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে খেলার সম্ভাবনা তৈরি হবে। কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে কোটাল চেন্নাইয়িন এফসিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ক্লাবের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে কেরালা ব্লাস্টার্স কর্তৃপক্ষ তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে কোটালের প্রতি। ক্লাবের বিবৃতিতে বলা



হয়েছে, আমরা প্রীতম কোটালের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তার কঠোর প্রশ্রয়, পেশাদারিত্ব, এবং দলের জন্য তিনি যা কিছু করেছেন তা সব সময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে প্রীতম কোটালের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে, কেরালা ব্লাস্টার্স তার স্কোয়াডে নতুন একটি সংযোজনও করেছে। ক্লাব সদ্য এক তরুণ এবং প্রতিভাবান ডিফেন্ডার বিকাশ ইয়ুম্মকে সই করেছে। ইয়ুম্মন, যিনি ভারতের ফুটবল বিশ্বে উদীয়মান প্রতিভা হিসেবে পরিচিত, তার যোগদানের মাধ্যমে ব্লাস্টার্স তাদের রক্ষণভাগে তরুণ শক্তি আনতে পারবে। বিকাশ ইয়ুম্মন এর আগে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে ভালো

ঘাড়ে চোট, দিল্লির হয়ে রঞ্জি দলে নেই বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ম্যাচে দিল্লির হয়ে খেলবেন না সেটা আগেই জানা গিয়েছিল। এ বার গোটা টুর্নামেন্টেই বিরাটের খেলা নিয়ে তৈরি হলো সংশয়। রঞ্জি ট্রফির আগামী ম্যাচগুলির জন্য স্কোয়াড জমা দিয়েছে দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ২১ সদস্যের দলে নাম নেই বিরাট কোহলির। ঘাড়ের চোটের জন্য খেলবেন না তিনি। তবে দলে আছেন আর এক তারকা ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির শেষ ম্যাচের পর থেকেই ঘাড়ে যন্ত্রণা অনুভব করেন কোহলি। বাধা না কমা ৮ তারিখ ইঞ্জেকশনের ও নিতে হয় তাঁকে। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন তিনি। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমকে এ বিষয়ে জানিয়ে শ্বেনেছেন বিরাট। পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বলেছেন, “ঘাড়ে যন্ত্রণার কারণে কোহলিকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সৌরাস্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলবেন না তিনি। রঞ্জিতে দিল্লির শেষ ম্যাচ রেলওয়েজের বিরুদ্ধে। তবে ওই ম্যাচেও বিরাট খেলবেন কি না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই এখনও।” ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে রঞ্জি ট্রফির শেষ পর্বের খেলা। দিল্লিকে নেতৃত্ব দেবেন আয়ুষ বাদোনি। কারণ ঋষভ পন্থ দলে থাকলেও তিনি দিল্লি ক্রিকেট সংস্থাকে জানিয়েছেন দলের নেতৃত্বে বদল না আনতে। দিল্লির বিরুদ্ধে সৌরাস্ট্রের হয়ে নামবেন রবীন্দ্র



জাডেজাও। অন্য ম্যাচে কর্নাটকের হয়ে কে এল রাহুল খেলতে না পারলেও, রোহিত শর্মা জানিয়ে দিয়েছেন মুম্বইয়ের হয়ে জন্মু ও কান্ধীরের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলবেন তিনি। শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জয়গা পাওয়ার পরই বিরাটের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ারকে অন্যভাবেও দেখছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ।

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে জয়ে ফিরতে মরিয়া মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ জামশেদপুরের কাছে খারাপ গোল খেয়ে ম্যাচ ড্র করতে হয়েছে। তিন দিনের ব্যবধানে আবারও একটি অ্যাগুয়ে ম্যাচ খেলতে নাহে মোহনবাগান। মঙ্গলবার চেন্নাইয়িন এফসির সঙ্গে খেলবে তারা। সেই ম্যাচ থেকেই জয়ে ফিরতে চান মোহনবাগানের কোচ হোসে মেলিনা। তবে দলের ফুটবলারেরা ক্লান্ত এটা মানতে চাইলেন না কিছুতেই। শুক্রবার ম্যাচের পর শনিবার ফুটবলারদের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। রবিবার থেকে অনুশীলন নেমে পড়েছে মোহনবাগান। সোমবার আরও একটি অনুশীলনের পর তারা উড়ে যাবে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে। তার আগে মেলিনা জানানো, জামশেদপুর ম্যাচ ড্র হলেও ছেলেদের পারফরম্যান্সে তিনি গর্বিত। মেলিনার কথায়, “এক দিন পরে সবার সঙ্গে দেখা হল। ছেলেদের বলেছি, আমি ওদের খেলায় গর্বিত। আগের ম্যাচে গোল করতে পারিনি চিকিৎ। তবে পারফরম্যান্সের দিক থেকে মরসুমের অন্যতম একটা সেরা ম্যাচ ছিল।” জামশেদপুরের বিরুদ্ধে প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেছে মোহনবাগান। তার খেসারত দিতে হয়েছে দু’পয়েন্ট হাতছাড়া করে। জামশেদপুরকে হারানোর সুযোগ থাকলেও পারেনি মোহনবাগান। তবে মেলিনাকে সেটা নিয়ে চিন্তিত দেখাননি। বলেন, “আমি চিন্তিত নেই। ওরা সুযোগ পেলে যদি গোল করতে না পারে তখন চিন্তা করব। যদি সুযোগই না পায় তা হলে চিন্তার কী আছে? গোল চিকিৎ আসবে।”

২৭ বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ১ জানুয়ারি ২০২৫

নার্ভের অসুখ

● ক্যান্সার বা টিউমার যেখানে রেডিয়েশন চিকিৎসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

● ল্যারিংক্স বা কর্ণালীর ক্যানসার

● গলব্লাডার ও প্যানক্রিয়াস ক্যানসার

● হার্টের অসুখ মানেই জীবন শেষ নয়

● হাইপারটেনশন ও কিডনি ডিজিজ

● ফেসিয়াল নার্ভের অসাড়তা

● স্নায়ুকেদ্রে আঘাত

● স্নায়ু বৃদ্ধে মৃগী রোগ

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন